NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

নোটিস

আজ ১ মে উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংস্করণ ৩ মে তারিখে প্রকাশিত হবে।

৪ আসে আর যায় শ্রমিক দিবস— ঘাম ঝরে ,অধিকার থাকে অধরা

মে দিবসে প্রত্যাশা সকলের জন্য কাজ, খাদ্য, সুস্থতা ও সমানাধিকার ৮

কলকাতা ১ মে ২০২৫ ১৭ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.5.2025, Vol.18, Issue No. 319 8 Pages, Price 3.00

ভারতের আকাশে নিষিদ্ধ হল পাক

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: পহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে ক্রমশঃই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ভারত-পাক সম্পর্ক। সেনাবাহিনীর হাতে আক্রমণের সব দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার পর আজ ভারতের আকাশসীমায় নিষিদ্ধ হল পাকিস্তান। এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে ২৩ মে পর্যন্ত।

জামিনের তিন ঘণ্টার পরই চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর জামিনে স্থগিতাদেশ

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল: জামিন পেলেও বাংলাদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর জেলমুক্তি নিয়ে জটিলতা দেখা গিয়েছিল আগেই। অবশেষে আশঙ্কাই সত্যি হল। তিনঘণ্টার মধ্যে সেই জামিনেই স্থগিতাদেশ দেওয়া হল। ফলে আপাতত বন্দিদশা কাটছে না হিন্দু সনাতন সম্মিলিত জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ স্বামীর। দীর্ঘ ৫ মাস পর বুধবার দুপুরে ঢাকা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জামিন মঞ্জুর করার পরপরই সরকার পক্ষের তরফে তাতে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করা হয় অন্য বেঞ্চে। তাতেই স্থগিত হয়ে যায় জামিন। রবিবার ফের মামলার শুনানি। তবে চিন্ময় প্রভুর আইনজীবীরা জানান, এবার তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে এই লড়াই লড়বেন। বুধবার দুপুরে চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় বিচারপতি মহম্মদ আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মহম্মদ আলি রেজার হাইকোর্ট বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করে।

আইসিএসই ও আইএসসির ফল

নিজস্ব প্রতিবেদন ৩০ এপ্রিল: প্রকাশিত হল চলতি বছরের আইসিএসই (দশম শ্রেণি) ও আইএসসি (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল। সারা দেশের মতো রাজ্যেও পাশের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক। তবে নজর কাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত এবং অঞ্চলভিত্তিক ফলাফল। পশ্চিমবঙ্গে আইসিএসই-তে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৩,৭৮৪ জন। পাশের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.০৪ শতাংশ, যেখানে ছাত্রদের তুলনায় এগিয়ে তাঁরা। আইএসসি-তেও একই চিত্র ২৭,৮০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের হার ৯৮.৭৫ শতাংশ। ছাত্রীদের ফলাফল সেখানে ৯৯.৩৮ শতাংশ।

লোকারণ্য দিঘায় মহাধুমধামে খুলে গেল জগন্নাথধামের দরজা

বাংলার সব বাড়িতে পৌঁছবে প্রসাদ ও ছবি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৈকত শহরের জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পৌঁছবে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে। বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্বনির্ধারিত লগ্নে দিঘায় জগন্নাথ ধামের দ্বারোদঘাটন করে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি উদ্যোগে যেমন এই মন্দির নির্মাণ হয়েছে, তেমনই সরকারি উদ্যোগেই বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে জগন্নাথের প্রসাদ এবং ছবি। উদ্বোধনী মধ্যেই এই মর্মে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জগন্নাথ নিয়ে বাঙালির আবেগকে আরও উস্কে দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাংলার সব বাড়িতে দিঘার মন্দিরের ছবি এবং প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হলে তা হবে ভোটের এক বছর আগে বড় কর্মসূচি। অনেকে এই বিষয়টিকে বিজেপির হিন্দুত্বের 'অস্ত্র' ভোঁতা করার কৌশল হিসাবেও দেখছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বলেন, 'বাংলার সব্বার বাড়ি বাড়ি মন্দিরের ছবি এবং সামান্য প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। এই দায়িত্বটা আমি আইএনসিএ (তথ্যসংস্কৃতি)-কে দিচ্ছি।' বুধবার দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে যাঁরা আমন্ত্রিত, তাঁরা দিঘায় যে যে হোটেলে উঠেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে বুধবারেই জগন্নাথদেবের ছবি ও প্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনেই এদিন, দুপুর ৩টে ৫ থেকে ৩টে ১৪ মিনিটের মধ্যে মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মন্দির উদ্বোধনের আগে তিনি বাংলা তথা দেশবাসীর উদ্দেশ বিশেষ বার্তা দেন। মমতা বলেন, 'আমি মনে করি, এই মন্দির আগামী হাজার হাজার বছর ধরে তীর্থস্থান এবং পর্যটনস্থল হিসেবে পর্যটকদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকবে। মন্দির সকলের জন্য। আজ থেকেই তার দ্বার খুলে দেওয়া হল। সবারে করি আহ্বান...'

তাঁর আগে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিধায়ক অদিতি মুন্সির গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে প্রভু জগন্নাথকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান পরিবেশ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর-করা গান গেয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। তারকা খচিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রসেনজিৎ, দেব, জুন মালিয়া, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভলি মৈত্র, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, শ্রীকান্ত মোহতা, অরিন্দম শীল, নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়েরা। উপস্থিত ছিলেন দেবলীনা কুমার, ভিভান ঘোষ। দেব বলেন, বিভেদ উড়িয়ে বাংলা থেকে ফের সম্প্রীতির নিশান উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলা চিরকাল দেশকে পথ দেখিয়েছে, এবারও মুখ্যমন্ত্রী সেই পরম্পরা বজায় রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যেই দ্বারোদঘাটন করেন তিনি। এদিনই সর্বসাধারণের জন্য দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মমতা।

এই মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সোমবার থেকেই সৈকত শহরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গত ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল হোম-যজ্ঞ। রাজেশ দ্বৈতাপতির পাশাপাশি পুজোর আচার অনুষ্ঠানের জন্য পুরী থেকে দিঘায় রয়েছেন আরও ৫৭ জন সেবক। এছাড়াও ইসকনের ১৭ জন সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে চলে যজ্ঞের কাজকর্ম। মন্দিরে জগন্নাথের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে মোট এক কোটিবার নরসিংহ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেবকরা।

দিঘার জগন্নাথধামে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণকে 'সম্মান' জানিয়ে বুধবার দিঘার জগন্নাথধাম পৌঁছন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বেলা সওয়া তিনটে নাগাদ দিঘায় জগন্নাথধামের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেই মন্দিরে পৌঁছন দিলীপ। মুখ্যমন্ত্রীর এই জগন্নাথধাম কর্মসূচি বয়কট করে বুধবারই কাঁথিতে পাল্টা কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য প্রশাসন প্রথমে অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে কাঁথিতে শুভেন্দু 'সনাতনী সমাবেশ' করেছেন। সেই কাঁথি পেরিয়েই দিঘা যান দিলীপ। তবে 'সনাতনী সমাবেশে' যাননি। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির কথায়, 'অক্ষয়তৃতীয়ার দিন একটা শুভ দিন। এই দিনে আমরা পূজার্চনা, ধর্মীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েই থাকি। এ রকম একটা দিনে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে। সেখানে আমাকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। কেন যাব না?' দিঘার জগন্নাথদেবের দর্শনের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দিলীপ ঘোষ। মন্দিরের অতিথি নিবাসে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁদের। জগন্নাথ মন্দির দেখে অভিভূত বলেই জানান বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

মেছুয়া-অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী কে?

আগুন নিভলেও 'জ্বলছে' প্রশ্ন

উত্তর খুঁজতে কমিটি গড়ল রাজ্য, মৃত বেড়ে ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু। আর এই অগ্নিকাণ্ডেই ফের একবার বড় প্রশ্নচিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়েছে, দায় কার?

মেছুয়ার হোটেলে কীভাবে আগুন লাগল? দায়ী কে? সত্যিই কি দমকলের ছাড়পত্র ছিল না হোটেলটির? প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখেই তৈরি হচ্ছিল পানশালা? বড়বাজারের ফলপট্টির হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর এরকমই একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে পুর কমিশনারের নেতৃত্বে তৈরি হচ্ছে কমিটি। এদিকে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫। সকলের নাম-পরিচয় জানা গিয়েছে বলেই খবর।

বড়বাজারের মেছুয়া বাজারের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ১৫। সেই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে এদিন মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন। এছাড়াও আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন এক্স হ্যান্ডলের মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শোনার পরেই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দিঘা থেকে ফোনে পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছেন অনবরত।

মেছুয়া বাজার এলাকার ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উস্কে দিয়েছে ২০১০ সালে পার্ক স্ট্রিটের স্টিফেন কোর্ট এবং ২০১১ সালে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালের সেই ভয়াবহ স্মৃতি। মঙ্গলবারের এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গেছে ১৫ জনের। যার মধ্যে রয়েছেন ১২ জন পুরুষ, ১ জন মহিলা ও এক নাবালক ও নাবালিকা। অগ্নিকাণ্ডে অসুস্থ হয়ে পড়েন মোট ১৩ জন। তার মধ্যে ১২ জনকে হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়েও দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ।

এদিকে, গোটা ঘটনায় হোটেলের নিরাপত্তা থেকে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগুন নেভানোর ন্যূনতম ব্যবস্থা ছিল না ৬ নম্বর মদন মোহন বর্মন স্ট্রিটের ওই হোটেলে। পাওয়া যায়নি জল। এলাকার বাসিন্দারা এও জানিয়েছেন, হোটেলে জলের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না।

অন্যদিকে, বড়বাজারের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একাধিক বিচ্যুতি নজরে এসেছে দমকলের। বুধবার ঘটনাস্থলে যান দমকলের ডিজি রণবীর কুমার। তিনি জানান, ওই হোটেলের 'ফায়ার লাইসেন্স'-এর মেয়াদ শেষ হয়েছিল তিন বছর আগেই। তার পর তা আর নবীকরণ করাননি হোটেল কর্তৃপক্ষ। হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও অগ্নিকাণ্ডের সময় সেটি কাজ করেনি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, আদৌ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না ওই হোটেলে। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলে 'ফায়ার অ্যালার্ম' বাজেনি।

প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল মনে করছে যে, আগুনে পুড়ে নয়, ধোঁয়ার কারণে দমবন্ধ হয়েই মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। হোটেলের দোতলায় প্লাইউডের কাজ চলছিল। আর দোতলা থেকেই আগুন এবং ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়া ক্রমশ উপরের দিতে উঠতে থাকায় তিনতলা কিংবা চারতলায় থাকা আবাসিকেরা হোটেলের নীচে নামতে পারেননি। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে, কেন উপরের তলাগুলিতে থাকা জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে পারল না। হোটেলটিতে কেন্দ্রীয় বাতানুকূল ব্যবস্থা বা সেন্ট্রাল এসি নেই। তা সত্ত্বেও কেন অধিকাংশ জানলা বন্ধ ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

হোটেলের বাইরে থেকে দেখা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি জানলা ইট-সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজের নেপথ্যে কোন কারণ ছিল, প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে এই কাজ করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, হোটেলের অন্য একটি অংশে আরও একটি সিঁড়ি রয়েছে। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সময় শাটার দিয়ে ওই সিঁড়ির প্রবেশপথ বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরে যদিও শাটার খুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, আগে হোটেলটি বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া দেওয়া হত। সেই সময় দুটো সিঁড়িই ব্যবহার করা হত। পরে শাটার দিয়ে একটি সিঁড়ির রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে প্লাইউড নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। হোটেলে এত বেনিয়ম সত্ত্বেও কেন স্থানীয় পুর প্রশাসনের বিষয়টি নজর আসেনি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দমকল। হোটেলের দুই মালিক পলাতক। তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েই নতুন রূপে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ড

নেতৃত্বে প্রাক্তন 'র' কর্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলার পরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ড ঢেলে সাজাল কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, বোর্ডের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাক্তন 'র'কর্তা অলোক জোশীকে। এছাড়াও আরও ছ'জন সদস্য থাকবেন এই বোর্ডে। তার মধ্যে তিনজনই সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মী। উল্লেখ্য, শেষবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছিল ২০১৮ সালে।

মঙ্গলবারই পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। অথচ এখনও অধরা ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাকড় চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এদিকে এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহানের সঙ্গে। তারপরেই সেনাকে প্রত্যাঘাতের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

মঙ্গলবার সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পর বুধবারই নতুন করে ঢেলে সাজানো হল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ড। দীর্ঘ সাত বছর পরে এই বোর্ডে রদবদল হল, তাও পহেলগাঁও হামলার ঠিক পরেই। বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান, ভারতের প্রত্যাঘাতের পালটা যদি পাকিস্তান কোনওভাবে হামলা চালায় বা পাকিস্তানের 'বন্ধু' বলে পরিচিত দেশগুলি ভারতে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে, সেজন্যও প্রস্তুত থাকা দরকার। সম্ভবত সেই কারণেই উপদেষ্টা বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে, প্রাক্তন গোয়েন্দাপ্রধানকে শীর্ষে রেখে। জানা গিয়েছে, এই বোর্ডে থাকবেন প্রাক্তন ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডার এয়ার মার্শাল পিএম সিন্‌হা, প্রাক্তন সাদার্ন আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল একে সিং এবং প্রাক্তন রেয়ার অ্যাডমিরাল মন্টি খান্না। এছাড়াও প্রাক্তন আইপিএস রাজীব রঞ্জন ভার্মা এবং মনমোহন সিং থাকবেন এই বোর্ড। প্রাক্তন আইএফএস বি ভেঙ্কটেশ ভার্মাকেও বোর্ডে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে গঠিত হওয়া এই বোর্ডের দায়িত্ব হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া। এখন দেখার, পহেলগাঁও হামলার পরে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে কী পদক্ষেপ করে নতুন বোর্ড?

পাক সেনাকর্তাকে হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: পর পর টানা ছ'রাত নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। উত্তেজনার এই আবহে মঙ্গলবার রাতে ভারতীয় সেনার ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই পাক সেনার ডিজিএমও-র সঙ্গে হটলাইনে কথা বলেছেন বলে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে। সূত্রের খবর, পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। যদিও ফোনালাপের পরও রাতে গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখে পাক সেনা। এমনকি, বুধবার রাতে নিয়ন্ত্রণরেখার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের পরগওয়াল সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমানাতেও গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

জনগণনার সঙ্গেই হবে জাতগণনাও

বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: এবার জনগণনার সঙ্গে যুক্ত হবে জাতগণনার তথ্যও। বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক কমিটি। তবে জাতগণনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা করে প্রকাশ করা হবে না। আগামী জনগণনার সঙ্গেই এই সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। দীর্ঘদিন ধরেই জাতগণনার দাবিতে সরব ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কোনও কোনও রাজ্যে আলাদা ভাবে জাত সমীক্ষাও হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বিহার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির জোটসঙ্গী নীতীশ কুমারও জাতগণনার দাবিতে সরব ছিলেন। নিজের রাজ্যেও জাত সমীক্ষার তথ্যও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। চলতি বছরে শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে নীতীশকে 'তুষ্ট' রাখতেই মোদি মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে। যদিও জাতগণনার প্রসঙ্গে বিজেপি কখনও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেনি। এই অবস্থায় গত এক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা মোদি সরকারের হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিহারের ভোটের রাজনৈতিক সমীকরণ খুঁজতে শুরু করেছেন অনেকে। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে অশ্বিনী বলেন, 'রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি এদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী জনগণনার সঙ্গে জাতিগণনার তথ্যও যুক্ত করা উচিত।' অশ্বিনীর বক্তব্য, কিছু রাজ্য জাতগত তথ্যসংগ্রহের জন্য সমীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সে ক্ষেত্রে সব রাজ্যে পদ্ধতি সঠিক ছিল না বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। অশ্বিনীর দাবি, কিছু রাজ্য এই সমীক্ষা ভাল ভাবে করলেও বাকি রাজ্যগুলির সমীক্ষায় অস্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ রয়ে গিয়েছে। এর ফলে সমীক্ষাগুলি ঘিরে সমাজে বেশ কিছু ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। রাজনীতির কারণে যাতে সমাজের শৃঙ্খলায় কোনও প্রভাব না-পড়ে সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬৯৯ নং এফিডেভিট বলে Tapas Ghosh S/o. Adhir Ghosh ও Tapas Ghoshi S/o. Adhir Ghoshi, Adhir Bishwanath Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬৯৮ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Das S/o. Ananta Das ও Prabir Das S/o. A. Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Souvik Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Duth Kumar Ghosh ও Dut Kumar Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬৫১ নং এফিডেভিট বলে Srikanta Mondal S/o. Ashok Mondal ও Sreekanta Mondal S/o. A. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Sarkar (old name) S/o. Panchanan Sarkar, R/o. Dakshinpara, Rishra, Morepukur, Rishra, Hooghly-712250, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Swapan Kumar Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Swapan Sarkar & Swapan Kumar Sarkar S/o. Panchanan Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sourav Sarkar.

নাম-পদবী

আমি Keya Hazra D/o. Anityamoy Das গত ইং ২০/০৪/২০২১ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Keya Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ৩০/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে Keya Bibi ও Keya Hazra D/o. Anityamoy Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, **SHRI PRAVEEN GUPTA**, S/o Pradip Gupta, residing at Dakshin Subhas Pally, P.O. & P.S. Dankuni, Dist. Hooghly, Pin-712311 do here by solemnly affirm and declare that my actual and correct name is **PRAVEEN GUPTA**. That **PRAVEEN GUPTA,** S/o Pradip Gupta and **PRAVEEN KUMAR GUPTA,** S/o Pradip Gupta is one and same identical person vide an affidavit no. 4071 dated 24.04.2025 before In The Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Serampore.

CHANGE OF NAME

I Anu Bothra, daughter of Sri Rajendra Prasad Bothra, residing at 519 B, Rabindra Sarani, Near Kumhartolly Seva Samity, Baghbazar, Post Office-Baghbazar, Police Station - Shyampukur, Kolkata-700003, vide an Affidavit being No. 3156 dated 16th April, 2025 affirmed before the Ld. Judicial Magistrate First Class, Kolkata, do hereby declare that my minor daughter henceforth shall be known and identified as **"YASHASWINI BOTHRA"** instead of **"YASHASWINI PARIHAR".**

CHANGE OF NAME

I, **Bhabani Charan Chatterjee**, S/o late Uma Charan Chatterjee, resident of 145A, Raja Dinendra Street, P.O - Shyambazar, Kolkata 700004, in my Board of Secondary Education, W.B and University Certificates, my name was recorded as "**Bhabani Charan Chattopadhyay**" while in Board's document my father's name is recorded as "**Uma Charan Chattopadhyay** and in my Bank's Pension ID card my name is recorded as **"Bhabani Charan Chattopadhyay**" and in my PAN card my name is recorded as "Bhabani Charan Chattopadhyay" S/o "Uma Charan Chatterjee" while in Aadhar card as "**Bhabani Charan Chatterjee**" as well. In Voter ID Card my name is recorded as "Chatterjee Bhabani" and father's name as "Umacharan". So I do hereby declare by an Affidavit before the Court of Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Bankshall Court that "**Bhabani Charan Chatterjee**", "**Bhabani Charan Chattopadhyay**" and "Chatterjee Bhabani" is one and same person and I shall be henceforth known as "**Bhabani Charan Chatterjee**" S/o Late "Uma Charan Chatterjee" hereafter.

নাম-পদবী

আমি ব্রজেন্দ্র সন্ন্যাসী, পিতা- ঁদিজেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী, সাং রাউতারা জনকল্যাণপাড়া, পোঃ-নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, যাহা আমার ভোটার কার্ড ও আমার S.B.I. ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট, কৃষ্ণনগর শাখার ডকুমেন্টসে লিপিবদ্ধ আছে। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও রেশন কার্ডে আমার নাম ব্রজেন সন্ন্যাসী হইয়াছে। ২৯.১০.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট বলে আমি ব্রজেন্দ্র সন্ন্যাসী এবং ব্রজেন সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী নিতাই দত্ত, পিতা মৃত পঞ্চানন দত্ত, সাং- নরসিংহনগর, পো: ঘোড়ালিয়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, বিগত ইংরেজী ০১/০৩/২০২২ তারিখে কোলকাতা এ. আর. এ.-৩ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩০২৭/২২ নং সাধারণ আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার অতীক বসু, পিতা দেবাশীষ বসু, সাং- 4-এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, রাজা রামমোহন সরণী, কোলকাতা- ৭০০০০১

তপশীল

জেলা- নদীয়া এ. ডি. এস. আর. ও থানা- শান্তিপুর মৌজা- ১২ নং বাগআঁচড়া, এল. আর. খতিয়ান নং- ১২১২, এল. আর. ১০৬২ নং ও ১০৬০ নং পরিমাণ- ০.২১+০.১১= ৩২ শতক। উক্ত ব্যক্তির মিউটেশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি. এল. এন্ড এলআর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) আদালত

২০১২ সালের ১২ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ সাউ পিতা ৺লক্ষন সাউ, সাকিম মল্লিককাশেম হাট, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০১ দীগর

... **বাদীপক্ষ**

বনাম -

মৃত নিমাই দাসের ওয়ারিশগন ১(এ) শ্রীমতী ঝুমা সাহা স্বামী নারায়ন সাহা (পিতা মৃত নিমাই দাস) সাকিম কপিডাঙ্গা লেন চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০১ – দীগর ... **বিবাদীপক্ষ**

প্রতি,

১(এ) শ্রীমতী ঝুমা সাহা স্বামী নারায়ন সাহা,
১(বি) শ্রীমতী রুমা দাস স্বামী মৃত নিমাই দাস,
উভয়ের সাকিম কপিডাঙ্গা লেন চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২ ১০১

এতদ্বারা আপনাদের উভয়কেই জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার বাদীপক্ষ **গঙ্গাপ্রসাদ সাউ দীগর ব্যক্তিগন** জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের খাগড়াজোল মহল্ল্যার পুরাতন ৭৮/১২৯ ও ৪৯/১৩০ এবং নূতন ৮১/৭৮ ও ৮২/৭৯ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি যাহার আর. এস. ৪৫৫৮ নম্বর দাগ, আর. এস. ১৬১৯ নম্বর খতিয়ান তথা এল.আর. ৪০৬৯ নম্বর দাগ, এল.আর. ১০২২, ১৫৬০, ২৫১৩, ২৯৫৮, ৬৪৪ ও ৬৬৭ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত যাহা ১৯ নম্বর জে.এল. ভুক্ত হুগলী মৌজার সম্পত্তি যাহা আর্জির "এ" তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত "এ" তপশীল সম্পত্তির উপর অবস্থিত তিনটি টালির ছাউনির ঘর যাহা "এ" তপশীল সম্পত্তির দক্ষিন-পূর্ব কোনে একতলা পাকা গৃহাদির পিছনে অবস্থিত হইতেছে যাহার মধ্যে একটি ঘরের দেওয়াল ভগ্ন হইতেছে যাহা আর্জির "বি" তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত "বি" তপশীল সম্পত্তির চৌহদ্দি :- পূর্বে - করুনা শঙ্কর রায়ের বাড়ী, পশ্চিমে খোকন বাগের বাড়ী, উত্তরে- অনিশ দাস এবং প্রনব দাস-এর সম্পত্তি দক্ষিনে - বাদীপক্ষের ফাঁকা জমি এবং সুনীল দত্ত-এর সম্পত্তি। উক্ত "বি" তপশীল সম্পত্তি হইতে আপনাদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত বাদীপক্ষ অত্র আদালতে আপনাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সী এভিকশন এবং পার্মানেন্ট ইনজাংশনের জন্যে অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন যাহা অদ্যতক্ বিচারাধীন রহিয়াছে। এতদ্বারা আপনাদের আরো জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনারা উভয়ে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন; অন্যথায় হুজুর আদালত আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ প্রদান করিবেন। ইহা আপনাদের অবগতির জন্যে জানানো হইল।

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
নিতাই চন্দ্র ঘোষ (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী
জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৭ই বৈশাখ, চতুর্থী তিথি, বৃহস্পতি বার। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।
অমর শহীদ প্রফুল্ল চাকী র আত্মবলীদান দিবস)

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রী অরিজিৎ সরদার, পিতা শ্রী অজিত কুমার সরদার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর থানার বেগমপুর মৌজার JL নং ২৯ সাবেক ৪৬৩৭ নং দাগে LR ৪১৫৩, ৪১৫৪, ৪১৫৬ নং খতিয়ানে ৪.৫১ শতক এবং সাবেক ৪৬৩৯ নং দাগে LR ৪১৫৩, ৪১৫৬ নং খতিয়ানে ৩.৭৪ শতক শালি শ্রেনীভুক্ত চাষযোগ্য জায়গা ১) শ্রী হেমন্ত গায়েন পিতা ঁ অমূল্য গায়েন ২) শ্রীমতী জানকী বৈদ্য, স্বামী শ্রী বাঁটুল বৈদ্য ৩) শ্রীমতী শ্যামলী নস্কর, স্বামী শ্রী প্রভাস নস্কর, পক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর ADSR অফিসে ০০২৩২/২০১৫, ০০২৩৩/২০১৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রী দিলীপ হাজরা, পিতা ঁ অনিল হাজরা হইতে ০৯২৫৯/২০১৫ নং কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছে এবং দখলে আছে। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বারুইপুর B.L. & L.R.O অফিসে জানাইবেন অন্যথায় উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করাইবো।

আবেদনকারী
অরিজিৎ সরদার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জী** পিতা ৺প্রিয়ব্রত ব্যানার্জী ওরফে প্রিয়ব্রত বন্দোপাধ্যায়, সাকিম ঘুটিয়াবাজার মল্লিকবাটী হাইস্কুল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **২)শ্রীমতী লিপিকা সরকার ওরফে লিপিকা সরকার(ব্যানার্জী)** স্বামী শ্রী দ্বারিকানাথ সরকার ওরফে দ্বারকানাথ সরকার, পিতা ৺সদাব্রত ব্যানার্জী ওরফে গোপাল ব্যানার্জী সাকিম ৭ কুন্ডুঘাট বাই লেন, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত বিগত ইং ১৮/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5064/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রীমতী সোমা ব্যানার্জী** স্বামী ৺প্রিয়ব্রত ব্যানার্জী ওরফে প্রিয়ব্রত বন্দোপাধ্যায়, সাকিম ১২/২৫৯, ঘুটিয়াবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ও **২)শ্রীমতী মল্লিকা চ্যাটার্জী ওরফে মল্লিকা চ্যাটার্জী(ব্যানার্জী)** স্বামী শ্রী সন্দীপ চ্যাটার্জী পিতা ৺সদাব্রত ব্যানার্জী ওরফে গোপাল ব্যানার্জী সাকিম বিবিরহাট রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়াগণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6497/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অভিজিৎ কুমার ঠাকুর** পিতা শ্রী সুরেশ ঠাকুর সাকিম কামারপাড়া রোড, খরুয়াবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৬০৩ নং দাগে, ক)হাল এল.আর. ৬৩৫৮ নং খতিয়ানে ০৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট ও খ)হাল এল.আর. ৬১৬৯ নং খতিয়ানে ০৭ ছটাক বাস্তু সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অভিজিৎ কুমার ঠাকুর** পিতা শ্রী সুরেশ ঠাকুর, উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চিন্ময় মুক্তিতে উল্লাস কাঁথির সভায় 'ধর্মের জয়' বলেই মন্তব্য শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এ এক ধর্মের জয়! সত্যের জয়! অবশেষে মুক্তি পেলেন বাংলাদেশের সনাতনী সমাজের নির্ভীক কণ্ঠস্বর, শ্রদ্ধেয় হিন্দু সন্ন্যাসী শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু।' এমনই বক্তব্য তুলে ধরে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার সকালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন বহুদিন ধরে আটক থাকা সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। তিনি 'অন্যায়ভাবে নির্যাতিত' হন বলেই দাবি শুভেন্দুর। তাঁর কথায়, 'সনাতন ধর্ম ও হিন্দু সমাজের পবিত্র মূল্যবোধ রক্ষার লড়াই করতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে নির্যাতন সহ্য করেছেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু, আজ তাঁর মুক্তি আমাদের জন্য সত্যের বিজয়।' এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে 'সনাতনী সম্মেলনে' ভাষণ দেন শুভেন্দু। সেখানেই হাজারো ভক্ত ও ধর্মানুরাগীদের উদ্দেশে তাঁর দাবি, 'আমি একদিন এখানে দাঁড়িয়ে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির দাবিতে স্লোগান তুলেছি। আর এখন সেই দাবিই সত্যি হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের উপর 'বিতর্কিত আচরণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' জানিয়ে বেশ কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। এই গ্রেপ্তারি ঘিরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মঞ্চে সরব হয় একাধিক সংগঠন। শুভেন্দু অধিকারীর মতে, 'শ্রী কৃষ্ণের কৃপায় তাঁর এই বিপদের দিনে সঙ্গ হয়েছে। তাই আমরা সকলে একসাথে কৃতজ্ঞচিত্তে বলি, জয় শ্রী কৃষ্ণ!' এদিনের সভা থেকে আরও সুর চড়ান শুভেন্দু। বলেন, 'বাংলাদেশ হোক বা পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু সমাজের উপর অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। সনাতন ধর্মের লাঞ্ছনা আমরা মেনে নেব না। যে কোনও দেশেই হোক, হিন্দুদের সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।' শুভেন্দুর এই বার্তাকে ঘিরে বিজেপির ধর্মীয় রাজনীতির জোরালো ইঙ্গিত দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সামনে লোকসভা ভোট। আর ঠিক তার আগেই ধর্মীয় আবেগকে জাগিয়ে তোলার কৌশল বলেই মনে করছেন অনেকেই।

হাওড়া পুরনিগমের সংশোধনী বিলে অনুমোদন রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে হাওড়া পুরসভার ভোট নিয়ে দীর্ঘ জট কাটার রাস্তা খুলে গেল। ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিলে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ২০১৮ সাল থেকে হাওড়া পুরনিগমের ভোট বকেয়া রয়েছে। এই বিল পাস হওয়ায় হাওড়া পুরনিগমে ভোট করতে আর বাধা নেই বলেই সরকারি সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৩-য় হাওড়া পুর নিগমে জেতে তৃণমূল। হাওড়ায় ছিল ৫০টি ওয়ার্ড। বালি পুরসভাকে হাওড়া সঙ্গে মিশে দেওয়া হয়। এর ফলে হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬ টি। পরে আবার বালিকে হাওড়া থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। ২০১৮-র ডিসেম্বরে হাওড়া পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। তারপর থেকে আইনি জটে ভোট হয়নি। প্রশাসকমন্ডলী বসিয়ে কাজ চলছে। হাওড়ার সঙ্গে বালি পুরসভাকে সংযুক্ত করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছিল বিধানসভায়। কিন্তু বিলে সই করেননি তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তার পর আবার হাওড়া থেকে বালিকে পৃথক করারও বিল পাশ হয় ২০২১ সালে। তাতেও এতদিন অনুমোদন আসেনি রাজভবন থেকে। সেই জটিলতা আর আইনের ফাঁসেই ঝুলে রয়েছে হাওড়ার ভোট সাত বছর ধরে হাওড়ার পুর প্রশাসন পরিচালনা করছে প্রশাসকমণ্ডলী। বর্তমানে

প্রশাসক পদে রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সুজয় চক্রবর্তী। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই বিধানসভার পাস হওয়া বিল আটকে রাখার নিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের সমালোচনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত দু'দিনে বিধানসভায় পাস হওয়া বেশ পাঁচটি বিলে অনুমোদন দিয়েছেন বাংলার রাজ্যপাল। এদিন হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিল ২০২১ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিশন (সংশোধনী) বিল, ২০১৮-এ অনুমোদন করেছেন রাজ্যপাল। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ কমিশন পুনর্গঠনের জন্য ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া একটি বিলকেও অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল।

নতুন তথ্য কমিশনার নিয়োগে ছাড়পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্য সরকারের প্রস্তাব মেনে নতুন তথ্য কমিশনার নিয়োগে ছাড়পত্র দিয়েছেন। রাজভবন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে তিনি, তথ্য কমিশনার হিসেবে সঞ্চিতা কুমার এবং ডঃ মৃগাঙ্ক মাহাতোকে নিয়োগ করেছেন। তাঁদের এই দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী আরও সক্রিয় ও কার্যকর হবে বলেও ওই বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাক্তন আয় করা আধিকারিক সঞ্চিতা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী। অপরদিকে মৃগাঙ্ক ২০১৪ সালে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলকাতার বিজন সেতুতে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল ১৭ জন আনন্দ মার্গ সন্ন্যাসীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণে আনন্দ মার্গের সদস্যরা নীরব শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন বুধবার।

কালিঘাট মন্দিরে চলছে অক্ষয় তৃতীয়ার পুজো।

বেপরোয়া গতির বলি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে পথদুর্ঘটনা। বুধবার সাত সকালে মা উড়ালপুলে বেপরোয়া গতির বলি হল এক যুবক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু বলে অনুমান। তবে এক্ষেত্রে বাইক আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল না বলেই জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ রাস্তায়েই পড়ে ছিল দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোরের দিকেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরপর দীর্ঘক্ষণ দেহ রাস্তাতেই পড়েছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। থানায় খবর দিতেও দেরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মা উড়ালপুল শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। ট্রাফিক গার্ড থাকে। তবু কীভাবে এতক্ষণ সেখানে দেহ পড়ে রইল, সেই প্রশ্নও উঠছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাইক আরোহী পার্ক সার্কাস থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাচ্ছিলেন। হেলমেটবিহীন অবস্থায় কাঁধে ফোন রেখে কথা বলতে বলতেই দ্রুত গতিতে বাইক চালচ্ছিলেন। প্রাথমিক অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই বাইক থেকে ছিটকে দূরে পড়ে যান তিনি। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। একইসঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ উদ্ধার করে তারা। ঘটনার পর অনেকক্ষণ রাস্তায় দেহ পড়েছিল বলে অভিযোগ। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনার খবর নতুন নয়। গত মাসেই এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক চালক ও তরুণী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, অ্যাপ বাইকে চড়ে ডোমজুড় থেকে সল্টলেকে পরীক্ষা দিতে আসছিলেন তরুণী। সেইসময়ে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাইকটি। উড়ালপুল থেকে নিচে ছিটকে পড়েন তরুণী। গুরুতর আহত হন অ্যাপ বাইক চালকও। দুর্ঘটনায় বাইকের সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে অনুমান করেছিল পুলিশ।

বুধবার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে তোলা বৃষ্টির ছবি।

মে-তেই চালু হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কলকাতাকে এবার এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে চলেছে মেট্রো। ইতিমধ্যেই রেল সেফটি কমিশনার (সিআরএস)-এর ছাড়পত্র এসে গেছে। এবার শুধুই দিন নির্ধারণের অপেক্ষা। সব ঠিকঠাক থাকলে মে মাসেই এই রুটে চালু হয়ে যাবে বাণিজ্যিক পরিষেবা। ১৬.৫ কিমি এই যাত্রাপথে ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা। সময় লাগবে মাত্র ৩৫ মিনিট। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, রুটের প্রথম ২ কিমি জন্য ভাড়া ৫ টাকা, ২-৫ কিমি ১০ টাকা, ৫-১০ কিমি ২০

টাকা এবং ১০-২০ কিমির জন্য ৩০ টাকা ধার্য হয়েছে। সেই অনুযায়ী হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ যেতে যাত্রীদের গুনতে হবে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা। এই পরিষেবা চালু হলে যাত্রী সংখ্যা হঠাৎ অনেকটাই বেড়ে যাবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকেরা। কারণ এতদিন হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্তই মেট্রো চলত। এবার পুরো রুট চালু হলে বহু মানুষ স্থানান্তরিত হবেন লোকাল ট্রেন ও বাস থেকে মেট্রোর দিকে। জেলার বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন, যাঁরা আগে হাওড়া স্টেশনে নেমে বাস ধরতেন, তাঁরা এবার সরাসরি মেট্রো ধরতে পারবেন। মেট্রোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিআরএসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সামান্য কিছু সংশোধনের কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি উদ্বোধন করেন, তবে তাঁর সময়ের উপর নির্ভর করবে দিনক্ষণ। না হলে মে মাসের মধ্যভাগেই রেল চলাচল শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে কর্মীসংখ্যা, স্টেশনে প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। কলকাতার গণপরিবহণে এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে এই রুট চালুর মধ্য দিয়ে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ মে ২০২৫, ১৭ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার

যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬-র প্যানেলের যোগ্য শিক্ষকরা বেতন পেতে শুরু করলেন বুধবার থেকে। ২০১৬-র প্যানেলে থাকা শিক্ষা কর্মীরাও বিশেষ ভাতা পেতে শুরু করলেন এদিন থেকেই। অর্থাৎ, যাবতীয় সংশয়ের অবসান। ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেতন পেতে শুরু করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে,এঁদের মধ্যে যারা 'যোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত, তারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যেতে পারবেন এবং বেতনও পাবেন। একইসঙ্গে নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ সালের এসএসসিতে নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করার রায় জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানায় পুরো প্রক্রিয়ায় কারচুপি করা হয়েছে। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। আদালতের এই রায়ে রাজ্যের ২৫, ৭৩৫ চাকরি বাতিল করে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

স্ত্রীকে নিয়ে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন দিলীপ ঘোষ, শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে যখন রাজ্যের মন্ত্রী-সান্ত্রীরা ভিড় করেছেন দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে, তখনই দুপুর গড়াতে এক বিরল দৃশ্য। স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সৌজন্য বিনিময় হল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গেও। উদ্বোধনের দিন এই উপস্থিতিকে ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে চর্চা।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ যখন মন্দিরে, সেই সময়েই হাজির হন

দিলীপ ও রিঙ্কু। জানা গিয়েছে, তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সৌজন্য রক্ষা করতেই মন্দিরে পা রাখেন দিলীপ। দিলীপের আগমনে মন্দির চত্বরে মুহূর্তে জমে যায় কৌতূহলের ঢল। পুলিশি প্রহরায় মন্দিরে প্রবেশ করেন দিলীপ-রিঙ্কু। সবুজ গালিচা পেরিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো দেন দু'জনে। সেই সময়েই মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। যার ফলে দু'জনের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে চর্চা আরও ঘনীভূত। অরূপ বিশ্বাস দিলীপকে উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান। উপস্থিত অনুরাগীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান দিলীপ, করমর্দনও করেন অনেকের সঙ্গে। তবে বিজেপি-র অন্দরমহলে দিলীপের এই আগমনের দিন নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচি। সেই সময়েই স্ত্রীকে নিয়ে দিলীপ হাজির হন দিঘায়।

কাজ করেনি ফায়ার অ্যালার্ম বা স্প্রিঙ্কলার: দমকলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: না কাজ করছিল ফায়ার অ্যালার্ম, না কাজ করছিল স্প্রিঙ্কলার। ব্লাস্ট করেছিল সিলিন্ডার। শ্বাসকষ্টেই মারা যান ১৩ জন। তার উপরে বড়বাজারের ঘিঞ্জি রাস্তায় দমকলের ঢুকতেও অসুবিধা হয়েছে বলেও জানালেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বুধবার সাংবাদিকদের সামনে মঙ্গলবারের সন্ধের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দমকলমন্ত্রী বলেন,'মেছুয়ার একটা হোটেলে আগুন লেগেছে এই খবর রাত আটটা নাগাদ আসে। উল্টোদিকে আমাদের দমকল সেন্টার। দ্রুত ১০ ইঞ্জিন যায়। অপরিসর রাস্তার কারণে ঢুকতে সমস্যা হয় আমাদের। অনেকে ছাদে, কার্নিশে ওঠেন। শ্বাসকষ্টতে মারা যায় প্রায় প্রত্যেকেই। এর মাঝে সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।' পাশাপাশি দমকলমন্ত্রীর সংযোজন, 'ওই হোটেলে বেআইনিভাবে কাঠের

কাজ হচ্ছিল। খবর পেয়েছি। বেআইনি কাজ করেছে। এনকোয়ারি অর্ডার হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে সুজিত এও জানান, ওই হোটেলের ফায়ার অডিট হয়েছিল। একটি ডান্সিং ফ্লোর বানানো হচ্ছিল সেখানে। তবে সেগুলো প্রশাসনকে জানানো হয়নি। গোটা বিষয়টিই পুরসভা ও পুলিশের দেখা দরকার বলে জানান সুজিত। এর পাশাপাশি সুজিত বসু এও জানান, মঙ্গলবার সারা রাত জেগে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা উদ্ধার প্রক্রিয়ার সময় ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছেন বলেও জানান তিনি। এছাড়াও মঙ্গলবার সারারাত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী শশী পাঁজা।

সম্ভাব্য প্রথম দু'জনেই সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র

আইসিএসসি ও আইএসসি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার প্রকাশিত হয়েছে আইসিএসসি (দশম) এবং আইএসসি (দ্বাদশ) শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল। দুটি পরীক্ষার ফলাফলে নজর কেড়েছে সোদপুরের সেন্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুল। আইসিএসসি দশম শ্রেণির পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম এই স্কুলের ছাত্র আদিত্য তেওয়ারি। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৫০০-এর মধ্যে ৪৯৯ নম্বর। আদিত্যের আদি বাড়ি বিহারের গোপালগঞ্জে। তবে পড়াশুনার জন্য সে সোদপুরে থাকে। ভবিষ্যতে আদিত্য ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ পদস্থ অফিসার হতে চায়। অপরদিকে আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম কার্তিক দাসও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র। কার্তিক ৪০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ৩৯৯ নম্বর। কার্তিকের বাড়ি সুকচরে। কৃতী পড়ুয়া কার্তিক জানিয়েছে, তাঁর কোনও গৃহ শিক্ষক ছিল না। তাঁর এই ভালো সাফল্যের পিছনে মায়ের পাশাপাশি অবদান রয়েছে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। সে আইআইটিতে পড়তে চায়। তবে স্কুলের জোড়া সাফল্যে বেজায় খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্যরাও। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি দ্যুতিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতি বছরই তাদের স্কুলে সাফল্য আসে। আগামীদিনে যাতে আরও ভালো সাফল্য আসে, সেই লক্ষ্যেই এগোতে চাই।'

আন্দোলনের দাবিতে আদালতের শরনাপন্ন মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন। এরপর বুধবার শর্তসাপেক্ষে তাদের ধরনায় বসার অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, কলেজ স্কোয়ারে ধর্নায় বসার অনুমতি চেয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ১ মে থেকে ৫ মে ধরনায় বসতে পারবেন তাঁরা। সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৫০ জন শিক্ষক ধরনা দিতে পারবেন। পুলিশকে সমস্তরকম সহযোগিতা করতে হবে ওই শিক্ষকদের।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে এসএসসির যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধরনা চলছিল। যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ নিয়ে গত সোমবার থেকে এসএসসি ভবনে বাইরে ধরনায় চাকরিহারারা। ভিতরে আটকে পড়েন এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার-সহ ১৬ জন। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, তালিকা প্রকাশ করতেই হবে। অন্যথায় ধরনা চলবে। মঙ্গলবারও এসএসসি চেয়ারম্যান আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তাতেও রফাসূত্র মেলেনি। মঙ্গলবার রাতেও রাস্তাতেই ছিলেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। দফায় দফায় বৈঠক করেন তাঁরা। এরপরই বুধবার সকালে এসএসসি চেয়ারম্যানকে ঘেরাও মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন চাকরিহারারা।

আরজি করে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট। ১৩ চিকিৎসকের মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্টে অনাস্থা পরিবারের। পরিবারের তদন্তে 'অনাস্থা' হলফনামার জবাব দিক সিবিআই এমনটাই নির্দেশ আদালতের। কারণ, ১৩ চিকিৎসকের বোর্ডের মতামত যাচাই করে পরিবার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা। একাধিক ত্রুটি খুঁজে পায় তারা। পরিবারের সেই অনাস্থা এবং ত্রুটি সমূহ হলফনামা আকারে হাইকোর্টের জানাতে নির্দেশ পরিবারকে। এরপর এই ময়নাতদন্ত নিয়ে ত্রুটি এবং অনাস্থার হলফনামা জবাব রিপোর্ট আকারে পেশ করবে সিবিআই। ১৬ মে মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। ওইদিন মামলার পরবর্তী শুনানি।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, 'নিম্ন আদালতে বিচার হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যায় না। ট্রায়াল কোর্টে চার্জ ফ্রেম হয়েছে। একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। চার্জ গঠনের সময় ভাষা কী ছিল তা জানা নেই। পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আরও তথ্য প্রয়োজন।' এদিকে এদিন শুনানির সময় নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী জানান, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বহু সংখ্যক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। নির্যাতিতার উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। সিসিটিভি ফুটেজের সময়

অনুযায়ী ঘটনার সময় ছিল চারটে তিন মিনিট থেকে চারটে ৩৮ মিনিট। অর্থাৎ মোট ৩৫ মিনিট। আর এখানেই আইনজীবীর প্রশ্ন, এই সময়ের মধ্যে এতোগুলো আঘাত করা যায় কি না তা নিয়ে। সঙ্গে এও প্রশ্ন করেন, এমন ঘটনা ঘটে থাকলে নির্যাতিতা চিৎকার করেছিলেন কি না তা নিয়েও। শুনানির ভাষায় স্পষ্ট এমন আঘাতে নির্যাতিতা চিৎকার করবেন এটাই স্বাভাবিক। এদিকে কাছেই নার্সিং স্টেশন ছিল, কেউ চিৎকার শুনতে পাননি কেন তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন নির্যাতিতার আইনজীবী। সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন সেমিনার হল থেকে ডাক্তারদের রুমও কাছেই ছিল। আইনজীবীর আরও সংযোজন, 'চার্জশিটে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। যদি হয়েও থাকে তাহলে কী জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তা জানি না। সেমিনার রুমের পাশের ঘরের দেওয়াল কেন ভাঙা হয়েছিল, কী তার উদ্দেশ্য ছিল, কার নির্দেশে হয়েছিল তা জানা হয়নি। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরই তড়িঘড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল। কী তার উদ্দেশ্য ছিল? এই ধরনের স্পর্শকাতর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পরিকাঠামো উন্নত করায় বেশি নজর দিল?'

এরপরই নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বলেন,'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল? করিডর এরিয়াতে প্রথম রুম ভাঙা হয়েছিল সেখানে দুটি দরজাও ভাঙা ছিল। নিম্ন আদালতের রায়ে সেটি উল্লেখ রয়েছে।' শুধু তাই নয়, একজন ব্যক্তির ভেতরে প্রবেশ করা ও বেরিয়ে যাওয়া কারও নজরে এল না কেন তা নিয়েও প্রশ্ন করেন আইনজীবী। এরই রেশ ধরে আইনজীবী এও জানান, প্রিন্সিপাল বা সুপারিনটেনডেন্ট বা উচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া এই ধরনের ঘটনা হতে পারে না। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত নমুনার কেমিক্যাল এক্সামিনেশন করা হয়েছিল কি না তাও এদিন জানতে চান আইনজীবী। তদন্তকারী সংস্থার হাতে যে তথ্য গিয়েছিল বা যে বিষয়গুলিতে সংশয় ছিল সেগুলি নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করেছে কি না তাও এদিন জানতে চান তিনি। এরই পাশাপাশি আইনজীবী এ প্রশ্নও তোলেন, একজনের পক্ষে এতগুলি কাজ একা করা সম্ভব কি না তা নিয়েও। উপরন্তু চার্জশিটে বলা হয়েছে অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

রাজ্যে আইসিএসই-আইএসসি পাশের হারে এগিয়ে ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩০ এপ্রিল দুপুর ১১টা নাগাদ প্রকাশিত হল চলতি বছরের আইসিএসই (দশম শ্রেণি) ও আইএসসি (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল। সারা দেশের মতো রাজ্যেও পাশের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক। তবে নজর কাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত এবং অঞ্চলভিত্তিক ফলাফল। পশ্চিমবঙ্গে আইসিএসই-তে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৩,৭৮৪ জন। পাশের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার ৯৯.০৪ শতাংশ, যেখানে ছাত্রদের তুলনায় এগিয়ে তাঁরা। আইএসসি-তেও একই চিত্র। ২৭,৮০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের হার ৯৮.৭৫ শতাংশ। ছাত্রীদের ফলাফল সেখানে ৯৯.৩৮ শতাংশ। যদিও বোর্ডের নীতি অনুযায়ী এবারও কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি। সারা দেশে আইসিএসই-তে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৫২,৫৫৭। পাশের হার ৯৯.০৯ শতাংশ। পশ্চিম ভারতে সর্বোচ্চ পাশের হার;৯৯.৮৩ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতেও দারুণ ফল ৯৯.৭৩ শতাংশ। উত্তর-পূর্ব ভারতেও পাশের হার ৯৮.৬৭ শতাংশ। পূর্ব ভারত, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত, সেখানে পাশ করেছে ৯৭.৭০ শতাংশ। আইএসসি-র ক্ষেত্রেও ছবি প্রায় একই।

সারা দেশের মোট ৯৯,৫৫১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৯৮,৫৭৮ জন, পাশের হার ৯৯.০২ শতাংশ। ছাত্রীদের সংখ্যা ৪৭,২১২ জন এবং ছাত্রদের ৫২,৩৩৯ জন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পাশের হার যথাক্রমে ৯৯.৭৬ শতাংশ ও ৯৯.৭২ শতাংশ। রাজ্য ভিত্তিক ফলাফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত শীর্ষে। সব পরীক্ষার্থী নিজ নিজ ফলাফল জানতে পেরেছেন বোর্ডের ওয়েবসাইট মারফত। স্কুলে স্কুলে পৌঁছে গেছে মার্কশিটও। আগামী সপ্তাহে রাজ্যে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিকের ফলাফল। স্কুলশিক্ষা মহলে এখন জোর চর্চা, ছাত্রীদের এই ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আরও প্রভাব ফেলবে কি না।

দাম বাড়ল মাদার ডেয়ারির দুধের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩০ এপ্রিল থেকে হঠাৎ-ই বড় ধাক্কা মধ্যবিত্তের পকেটে। মাসের একদম শেষলগ্নে ফের মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কার আমজনতার জন্য। মাদার ডেয়ারি ৩০ এপ্রিল, বুধবার থেকে প্রতি লিটার দুধের দাম ২ টাকা বাড়িয়েছে। মাদার ডেয়ারি বলছে, ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে দুধের দাম বাড়াতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মাদার ডেয়ারির কর্মকর্তা জানান, 'দাম বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত ৩০ এপ্রিল থেকে সর্বত্র কার্যকর করা হবে। ক্রয় ব্যয়ের তীব্র বৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য দাম বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়েছে, যা গত কয়েক মাসে প্রতি লিটারে ৪-৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।' কর্মকর্তা আরও বলেন, 'রিটেল মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি মূলত গরম এবং তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির কারণে।' পাশাপাশি মাদার ডেয়ারির দুধের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লি-এনসিআর সহ সারা দেশে দুধের দাম প্রতি লিটারে ২ টাকা বাড়িয়েছে মাদার ডেয়ারি। দুধের নতুন দামগুলি হল, ফুল ক্রিম দুধ (পাউচ) কিনতে এখন ৬৯ টাকা/লিটার দিতে হবে।

আগুনে পুড়ে বারবার শিক্ষা, তবু বদলায় না কলকাতার চিত্র

ছয়টি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও পরিকাঠামোগত গাফিলতির খতিয়ান

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতা শহর তার ঐতিহ্য আর মননচর্চার জন্য যতটা পরিচিত, ততটাই পরিচিত এক ভয়াবহ ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবিও, নিরাপত্তাহীন নাগরিক পরিকাঠামো। একের পর এক অগ্নিকাণ্ড শুধু প্রাণ কেড়ে নেয়নি, তুলে দিয়েছে নগর শাসনের দুর্বল ভিত, প্রশাসনের উদাসীনতা ও দায়সারা তদন্তের চিত্র। তুলে ধরা হল কলকাতার ছয়টি মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, যার প্রতিটিই একেকটি ট্র্যাজেডি, অথচ সমাধান শূন্য।

প্রথমত, ২০১০ সালে স্টিফেন কোর্ট অগ্নিকাণ্ড। ২৩শে মার্চ, পার্ক স্ট্রিটের শতাধীপ্রাচীন স্টিফেন কোর্ট বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ আগুন লাগে। মৃত্যু হয় ৪৩ জনের। কারণ ছিল শর্ট সার্কিট। দাহ্য সামগ্রী জমে থাকা, জরুরি নির্গমনপথের অভাব। গাফিলতি ছিল, পুরসভা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই অতিরিক্ত ফ্লোর। দমকল পৌঁছায় বহু দেরিতে। তদন্তের পরে ফাইল বন্ধ, দায়ীদের শাস্তির চিহ্ন নেই। দ্বিতীয়ত, ২০১১ সালে আমরি হাসপাতাল অগ্নিকাণ্ড। ৯ই ডিসেম্বর, মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতার আমরি হাসপাতালে আগুন লাগে। তাতে মৃত্যু হয় ৯৩ জনের। অধিকাংশই আইসিইউ-তে থাকা রোগী। কারণ ছিল, বেসমেন্টে জমে থাকা দাহ্য তরল ও অক্সিজেন সিলিন্ডার। গাফিলতি বলতে, ইমারজেন্সি এক্সিট বন্ধ ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার হলেও কিছুদিনের মধ্যেই মুক্ত। রোগীর পরিবার আজও ক্ষতিপূরণ ও বিচারবঞ্চিত। চতুর্থত, ২০১৮ সালে বাগরি মার্কেট অগ্নিকাণ্ড। ১৬ই সেপ্টেম্বর, মধ্যরাতে আগুন লাগে চায়নাটাউনের লাগোয়া বাগরি মার্কেটে। মৃত্যুর ঘটনা না থাকলেও ক্ষতি প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার। কারণ ছিল, বাজারের মধ্যে দাহ্য রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক তার ঝুলন্ত। গাফিলতি বলতে, কোনও ফায়ার লাইসেন্স ছিল না। দমকল পৌঁছালেও ৭২ ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানো চলে। সাময়িক তল্লাশি ও প্রচার, দীর্ঘমেয়াদে কোনো সংস্কার হয়নি। পঞ্চমত, ২০১৯ সালে নন্দরাম মার্কেট অগ্নিকাণ্ড। ২০শে জুলাই, বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেটে গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন।

প্রাণহানি না হলেও শতাধিক দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। কারণ বলতে পুরনো তার, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব, দাহ্য পণ্য গাদাগাদি করে রাখা ছিল। এই ঘটনায় পুরসভার লাইসেন্স ও নিয়মকানুন কার্যত উপেক্ষিত। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, পুরসভা কোনওদিন তদারকি করেনি। দায় এড়ানো ছাড়া কিছু হয়নি। ষষ্ঠত, ২০২১ সালে ভবানীপুর অগ্নিকাণ্ড। ২৭শে মার্চ, ভবানীপুরের রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন নির্মীয়মাণ বহুতলে আগুন লাগে সন্ধ্যার সময়। মৃত্যু হয় ৯ জনের। তারমধ্যে ছিলেন দমকল, পুলিশ ও রেল কর্মী। কারণ ছিল, ভবনের ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। দাহ্য জিনিসের অগোছালো সঞ্চয়। গাফিলতি বলতে, নির্মাণাধীন ভবনে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও তদন্তে দায়ীদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ অনিশ্চিত। সপ্তমত, ২০২৫ সালে মেছুয়ার ঋতুরাজ হোটেল অগ্নিকাণ্ড। ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ, মেছুয়ার ফলপট্টির কাছে ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ আগুন। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৪ জনের। অধিকাংশই ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে আশঙ্কা। কারণ বলতে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, হোটেলে কোনও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তা দিয়ে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই সহানুভূতিপূর্ণ পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর মানবিক নেতৃত্বের পরিচায়ক।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ঘটনার সময় রাজ্য প্রশাসন দিঘায় 'অবকাশ যাপনে', ফলে তৎপরতা দেখা যায়নি। এমনকি স্টিফেন কোর্টের ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতিও ফিরে আসে।' শিক্ষা নেই, পরিকল্পনা নেই, দায় নেই।

এই ছয়টি ঘটনার দিকে তাকালেই স্পষ্ট, প্রতিবারই অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ অব্যবস্থা, গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতা। অথচ প্রতিবারই অল্প সময়ের মধ্যেই সব ভুলে যায় প্রশাসন, রাজনীতি হয় কেন্দ্রবিন্দু, আর জনজীবন থাকে ঝুঁকিতে। দমকল ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ, বিল্ডিং লাইসেন্স সংস্কার, বাজার ও আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ম মানা এবং নাগরিক সচেতনতায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ না হলে, এই অগ্নি-চক্র থেকে মুক্তি মিলবে না। আগুন শুধু গায়ে লাগে না, সরকারের ব্যর্থতাও জ্বলন্ত করে তোলে।

পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় শিল্পাঞ্চলে মৃত তিন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা খড়দা থানার আগরপাড়া তেঁতুলতলা বাস স্ট্যান্ডের কাছে বিটি রোডে। টোটোর সঙ্গে চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল টোটোয় বসে থাকা দুই মহিলা যাত্রীর। সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টোটো চালকও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বেলঘড়িয়ার নিউ কলোনির বাসিন্দা দুই মহিলা চম্পা পোদ্দার ও শেফালি পোদ্দার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আগরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিলেন। স্নান সেরে ওই দুই মহিলা টোটো করে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিটি রোডের ধারে দমকল অফিসের ঠিক উল্টোদিকে টোটোটি দাঁড়িয়ে ছিল। সেইসময় ব্যারাকপুরগামী লেন থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাবার জন্য গতি বাড়াতেই গাড়িটি সজোরে টোটোতে ধাক্কা মারে। খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে তাঁদেরকে উদ্ধার করে কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে খড়দা থানার পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে। অপরদিকে এদিন সকালে অটো-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক মহিলা-সহ চারজন। ঘটনাস্থল নোয়াপাড়া থানার ঘোষপাড়া রোডের পলতা বাস স্ট্যান্ড। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম তারা ধারা। তাঁর বাড়ি ইছাপুর চুনারি পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘোষপাড়া রোডে শ্যামনগরগামী দুটি লরি রেষারেষি করে ছুটছিল। লরি দুটি রেষারেষি করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পলতা বাস স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোতে এবং একটি মোটর বাইকে ধাক্কা মারে। সেইসময় দাঁড়িয়ে থাকা আটোর পাশে থাকা এক মহিলা লরির পেছন চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘাতক লরিটি উল্টো দিক থেকে আসা একটি চার চাকার গাড়িতে ধাক্কা মেরে একটি দোকানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ফের লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে। আরেকটি লরি উল্টো দিকে থেকে আসা একটি অটোকে ধাক্কা মারে। অটো চালক-সহ এক যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা অটো চালক-সহ আরেক মহিলা যাত্রীকে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরেক অটো চালক-সহ এক যাত্রী ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ ঘোষপাড়া রোড। নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ঘাতক লরি দুটিকে আটক করেছে।

সম্পাদকীয়

অনেক পাঠাগার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, হয়তো ভবিষ্যতে উঠেও যাবে অন্যান্যগুলোর মত

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও সরকারি গ্রন্থাগারগুলির একই অবস্থা। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহিশীলায় অবস্থিত 'সঞ্চয়ন পাঠাগার' একটি বহু পুরাতন পাঠাগার। অনেকেই এই পাঠাগারের দীর্ঘ দিনের সদস্য। শুরুর দিকে দেখা যেত তিন জন স্থায়ী পদাধিকারী থাকতেন এখানে। এক জন গ্রন্থাগারিক, অন্য দু'জন তাঁর সহকারী। দু'জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করার পর এক জন কর্মচারী কাজ করেন। তাঁর অসুখবিসুখ হলে বা কোনও জরুরি কাজ পড়লে, সে দিন লাইব্রেরিতে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই লাইব্রেরির উপর তলায় স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীরা অনেক জন মিলে আলোচনা করে পড়াশোনা করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রেলওয়ে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই লাইব্রেরি যে দিনগুলিতে বন্ধ থাকে, সে সময় তাঁদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। এই সব পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের ম্যাগাজিন ও অন্যান্য বইয়ের সাহায্য তাঁরা পান না। আগে এই লাইব্রেরিতে নামকরা ছোট-বড় সকলের জন্য পাক্ষিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়তে পাওয়া যেত। এখন সরকারি অনুদান কমে যাওয়ার জন্য মোটে দু'টি বাংলা দৈনিক নেওয়া হয়। একটি ডেস্ক ও একটি বেঞ্চে বসেই ওই দু'টি দৈনিক পত্রিকা রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে পড়তে হয়। প্রতি বছর সরকারি বইমেলায় কিছু নতুন বই কেনাকাটা হয়। বই সংরক্ষণ আগে যা হয়েছে হয়ে গেছে, এখন ও সবের বালাই নেই। এ ভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এই সব পাঠাগার। কোনও দিন হয়তো দেখব বাকিগুলির মতো এটিও উঠে গিয়েছে।

শব্দবাণ-২৬২

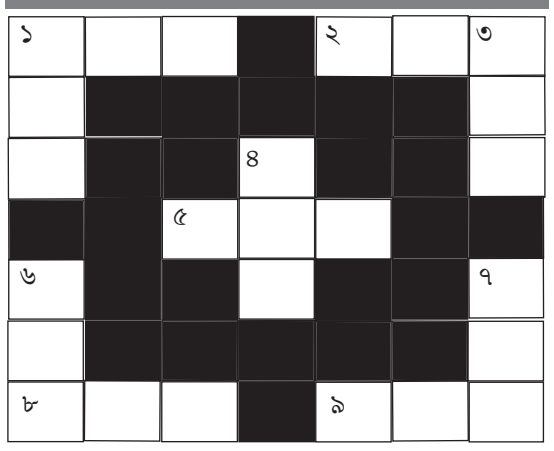

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নত অবস্থা ২. ধাপ্পা, প্রতারণা ৫. ঝংকার ৮. ইন্দ্রিয় ৯. দুর্যোধনের কন্যা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অতি ক্ষুদ্র বা সরু ৩. পদ্মরাগমণি ৪. পূজা, ভজনা ৬. বন্দি ৭. বালেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত যেখানে 'ক্ষীর চোরা গোপীনাথ' বিদ্যমান।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬১

পাশাপাশি: ১. মকরকেতু ৪. ঘটি ৫. লাটাই ৭.কিতব ৯. বিএ ১১. মরুৎপতি।

উপর-নীচ: ১. মণিমালা ২. রক্ত ৩. তুঘলকি ৬. ইভিএম ৮. বনস্পতি ১০. হৃৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

মান্না দে

১৯১৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মান্না দের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

বছরের পর বছর আসে আর যায় শ্রমিক দিবস— ঘাম ঝরে ,অধিকার থাকে অধরা

অনুপ দে

মাস কয়েক আগের ঘটনা।'টার্গেট পূরণের চাপ','৪৫ দিন ঘুমাইনি, ভাল করে খাইওনি'-সুইসাইড নোটে উল্লেখকরে আত্মহত্যা করেছিলেন এক বেসরকারি আর্থিক সংস্থার কর্মী। বিভিন্ন সময়ে সংবাদ শিরোনামে চোখে পড়ে এ ধরনের বহু ঘটনা। কারণ হিসেবে উঠে আসে - কর্ম ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত চাপ, সামঞ্জস্যহীন বেতন কাঠামো ,বৈষম্য, অমানবিক কাজের পরিবেশ ইত্যাদি।যা অত্যন্ত অমানবিক এবং বেদনাদায়ক। এই পরিস্থিতির স্বীকার শুধু বেসরকারি কর্মীরা নন, সরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত অস্থায়ী বা চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হন।১৮৮৬ সালের মে মাসের প্রথম দিন। শিকাগো শহরের 'হে মার্কেট' কর্মসূচীতে শ্রমিকেরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে অনেক শ্রমিক প্রাণ হারান। তাদের রক্তের মূল্যেই পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে শ্রমিক-কর্মীদের জন্য কাজের সময় নির্ধারণ সহ বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের গুরুত্বকে স্মরণ করতে, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে ১ মে তারিখে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।এই দিনটির মূল বার্তা হল শ্রমিক বা কর্মীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা।সরকারি হোক বা বেসরকারি, সকল কর্মীর ন্যায্য বেতন, চাকরির নিরাপত্তা এবং বঞ্চনাহীন মানবিক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা। ১৮৬৮ থেকে ২০২৫, দীর্ঘ প্রায় ১৩৯ টি বছর অতিক্রান্ত । কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখায় যে পথ চলা এখনও অনেক বাকি। সরকারি ক্ষেত্র হোক বা বেসরকারি ক্ষেত্র; কর্মীরা থেকে যায় অবহেলিত।

বেসরকারিতে বেহাল

বেসরকারি ক্ষেত্র দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড।কিন্তু এই ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের জন্য যথাযথ নীতি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।নিচের বিষয় গুলি পর্যালোচনা করলে ভালো ভাবে বোঝা যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে যুক্ত জুনিয়ার এবং নিচু স্তরের কর্মচারীদের বেহাল দশা।

কাজের নিরাপত্তাহীনতা বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো চাকরির স্থায়িত্বের অভাব। কর্মদক্ষতা থাকলেও ছোট খাটো কারণে কর্মচারীদের চাকরি হারানোর আশঙ্কা সবসময় থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ছাঁটাই, বেতন কাটছাঁটের প্রবণতা বেড়েছে।

অতিরিক্ত কাজের চাপ ও ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্সের অভাব বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলিখিত ভাবে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়।অথচ হাতে গোনা কয়েকটি সংস্থা ছাড়া বেশিরভাগ সংস্থা অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো বাড়তি ভাতা বা ছুটি দেওয়া হয় না। এর ফলে এই সমস্ত কর্মীদের পক্ষে কাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এক সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন উদ্বেগ, বিষণ্ণতা) বেড়ে চলেছে।সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ৪২.৫ শতাংশ বেসরকারি কর্মী কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। দীর্ঘসময় বসে কাজ করার কারণে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট রোগও বাড়ছে।

নিম্ন বেতন ও আর্থিক অনিশ্চয়তা বেসরকারি কর্মীদের আয় অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকে। বিশেষ করে নিম্ন,মধ্য ও মধ্যস্তরের কর্মীদের চাকরি হারালে তাদের কাছে পর্যাপ্ত সঞ্চয় না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়।

দুর্বল শ্রমিক অধিকার ও আইনি সুরক্ষা সরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় বেসরকারি কর্মীদের জন্য শ্রম আইনের বাস্তব প্রয়োগ অনেক দুর্বল।যার ফলে কর্মচারীরা কর্মরত অবস্থায় আহত এবং নিহত হলে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

সরকারিতে বঞ্চনা

অপরদিকে সরকারি ক্ষেত্রে পূর্ণ সময় কাজ করা সত্ত্বেও চুক্তিভিত্তিক বা আস্থায়ী কর্মীদের প্রতি চরম বৈষম্য,বঞ্চনা ও অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কর্মীরা স্থায়ী কর্মীদের সম মানের কাজ অত্যন্ত দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার সাথে করে থাকেন ।তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এদের অধিকাংশই পান না স্থায়ী কর্মীদের মতো মর্যাদা বা সুবিধা।ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্য ও শিশু বিকাশ ক্ষেত্রে নিযুক্ত আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মাসে মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, কিন্তু ন্যায্য স্বীকৃতি পান না। বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দীর্ঘদিন ধরে চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক ও লেকচাররারা অস্থায়ী অবস্থায় কাজ করছেন। স্থায়ী করণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতনের ব্যবস্থা হয়নি বহুক্ষেত্রে।অনেক রাজ্যে সরকারি স্তরে নিযুক্ত চুক্তি ভিত্তিক পুলিশ, অফিস সহকারী,হিসাব রক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার , ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি পদে কর্মরত কর্মীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও দায়িত্বের সাথে বহু বছর ধরে কাজ করছেন, কিন্তু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এদের স্থায়ী করন হয়নি বা স্থায়ী কর্মচারীদের মত বেতন ক্রমেরও উন্নয়ন হয়নি। যা একদিকে যেমন মানবিক প্রশ্ন তোলে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নও তোলে।চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার কিছু ছবি নীচে উল্লেখ করা হল।

নিম্ন মজুরি ও আর্থিক অনিশ্চয়তা সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় অর্ধেক বা তার চেয়েও কম। একই ধরনের কাজ করলেও তাদের আর্থিক সুরক্ষা নেই।যা জীবনের ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়।

চাকরির অনিশ্চয়তা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরি কয়েক মাস বা এক-দুই বছরের চুক্তিতে হয়। যা সহজেই নবীকরণ না করে বন্ধ করে দেওয়া যায়। এতে তারা দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা নিশ্চিত করতে পারেন না।

সামাজিক সুরক্ষা ও পেনশন সুবিধা থেকে বঞ্চনা চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সাধারণত পেনশন, স্বাস্থ্য বিমা, বিভিন্ন ভাতা ,প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি সুবিধা পান না। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা এসব মৌলিক সুবিধার বাইরে থাকেন।

পদোন্নতির সুযোগ নেই এই কর্মীরা কখনোই উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান না, কারণ তারা 'স্থায়ী কর্মী' হিসেবে বিবেচিত নন। এটি মানসিকভাবে হতাশার জন্ম দেয়।

কাজের চাপ ও সম্মানের অভাব চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের কাছ থেকে প্রায়ই স্থায়ী কর্মীদের মতোই কাজ নেওয়া হয়। কখনো কখনো বেশি।কিন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা বা অফিসিয়াল সম্মান অনেক কম।

কাজের নিরাপত্তাহীনতা বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো চাকরির স্থায়িত্বের অভাব। কর্মদক্ষতা থাকলেও ছোট খাটো কারণে কর্মচারীদের চাকরি হারানোর আশঙ্কা সবসময় থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে ছাঁটাই, বেতন কাটছাঁটের প্রবণতা বেড়েছে। অতিরিক্ত কাজের চাপ ও ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্সের অভাব বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলিখিত ভাবে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। অথচ হাতে গোনা কয়েকটি সংস্থা ছাড়া বেশিরভাগ সংস্থা অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো বাড়তি ভাতা বা ছুটি দেওয়া হয় না। এর ফলে এই সমস্ত কর্মীদের পক্ষে কাজ,পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এক সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন উদ্বেগ, বিষণ্ণতা) বেড়ে চলেছে।সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ৪২.৫ শতাংশ বেসরকারি কর্মী কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। দীর্ঘসময় বসে কাজ করার কারণে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট রোগও বাড়ছে। নিম্ন বেতন ও আর্থিক অনিশ্চয়তা বেসরকারি কর্মীদের আয় অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকে। বিশেষ করে নিম্ন,মধ্য ও মধ্যস্তরের কর্মীদের চাকরি হারালে তাদের কাছে পর্যাপ্ত সঞ্চয় না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। দুর্বল শ্রমিক অধিকার ও আইনি সুরক্ষা সরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় বেসরকারি কর্মীদের জন্য শ্রম আইনের বাস্তব প্রয়োগ অনেক দুর্বল। যার ফলে কর্মচারীরা কর্মরত অবস্থায় আহত এবং নিহত হলে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

লাজের পরিসংখ্যান কাজে

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও ঘটে চলেছে কর্মী স্বার্থের পরিপন্থী অমানবিক ঘটনা। যার নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উৎপাদনশীলতার গুণমাণ এবং পরিমাণ উভয়ের উপরে পড়ে। কয়েকটি পরিসংখ্যান তুলে ধরলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়।

ADP Research Institute-এর ২০২৩ সালের "People at Work" প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , ভারতসহ বিশ্বব্যাপী ৪৭ কর্মী তাদের চাকরি সম্পর্কে নিরাপদ বোধ করেন না।বিশেষত, জেনারেশন থ(১৮-২৪ বছর বয়সী) কর্মীদের মধ্যে এই অনুভূতি দ্বিগুণ।এর ফলে এই সমস্ত কর্মীরা কর্ম ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঢহঞ্জ) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) জানায় যে, বিশ্বব্যাপী বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের কারণে প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়।

এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ১২ বিলিয়ন কর্ম দিবসের ক্ষতি করে। ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে ৪২.৫ শতাংশ কর্মী বিষণ্ণতা বা সাধারণ উদ্বেগ জনিত ব্যাধিতে ভুগছেন।দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, আহমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ ও পুনে শহরগুলোতে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য কিছু সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে২৩ শতাংশ কর্মী স্থূলতা, ৯ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপ, ৮ শতাংশ ডায়াবেটিস, ৫.৫ শতাংশ স্পন্ডাইলোসিস, ৪ শতাংশ হৃদরোগ, ৩ শতাংশ সার্ভিক্যাল সমস্যা, ২.৫ শতাংশ হাঁপানি, ১ শতাংশ আর্থ্রাইটিস ও ১.৫ শতাংশ স্লিপ ডিস্কে ভুগছেন।এই রোগগুলো কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাড়ায়। ভারতের বেসরকারি খাতে কর্মীদের জন্য কর্মঘণ্টা, ছুটি, বেতন ও অন্যান্য সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে বেশ কম।

পরিশেষে বলা যায় যে প্রায় ১৩৯ বছর পরও আজকের দিনে সেই দাবিগুলোর বাস্তব প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই অধরা রয়ে গেছে। সরকারি বা বেসরকারি;উভয় ক্ষেত্রেই কর্মীদের এক বড় অংশ এখনও ন্যায্য সুযোগ, সম্মান এবং সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার দিক থেকেও ভয়ঙ্কর। একটি সুস্থ, সুরক্ষিত, ও মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম পরিবেশ কেবল কর্মীদের অধিকার নয়, এটি জাতীয় উৎপাদনশীলতার মূল চাবিকাঠি। তাই সময় এসেছে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে একযোগে উদ্যোগ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সম্মান ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। শ্রমিক দিবসের বার্তা হোক প্রতিটি কর্মীর প্রতি সমান সম্মান, কাজের পরিবেশে মানবিকতা, এবং ন্যায্য শ্রমনীতির অঙ্গীকার। এভাবেই মে মাসের প্রথম দিনটি এক নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠুক।

বলিষ্ঠতার সন্ধানী সত্যজিৎ রায়

শুভজিৎ বসাক

মানুষ যত বেশি সাবলীল ভাবে থাকতে চেষ্টা করে, সাফল্য তাকে ঘিরে ধরে। সাফল্য তাকে প্রতিষ্ঠা দেয় আর সেই পরিশ্রমী প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অর্থে কদর দিতে পারে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ। তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় অন্যতম। আজকের চলজীবনের নিরিখে সত্যজিৎ রায় বড্ড প্রাসঙ্গিক এক ব্যক্তিত্ব। না, তাঁর কলাকুশলী দক্ষতার জেরে নয় বরং সাফল্যের শিখরে উঠেও অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থাকার সূত্রটা জানা ছিল তাঁর। জীবনের শুরু থেকে পরিশ্রম করে গিয়েছেন, নিজের সাবলীলতাকে বিসর্জন দেননি বরং হাল না ছাড়া মানসিকতা তাঁর পাথেয় ছিল। এককথায় তিনি পরিশ্রমের মূল্য দিয়ে তার যোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শিল্পীরা তাঁর এই গুণের নিদর্শন বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর তিরস্কার বা প্রত্যাখ্যানেও ছিল এক শিক্ষকসুলভ উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিমা যাকে ভর করে খাপছাড়া কাজ আরও আকর্ষণীয় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন বহু সাধারণ মানুষের বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে উত্থানের পিছনে তাঁর অবদান ছিল এমনই প্রচ্ছন্ন।

আজকাল সার্বিক স্তরেই সবধরনের মানুষের মধ্যেই বড্ড বেশি অহঙ্কারী বা সব পারে, সব বোঝে এমন মানসিকতার প্রবেশ ঘটেছে যার জেরে জীবনে সামান্য সাফল্যে বা অল্প স্বীকৃতিতেই তার আচরণে, প্রকাশভঙ্গিতে দাম্ভিকতা উপছে পড়ে। নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করে হিতাহিত বোধকেও অবাঞ্ছিত মনে করে অন্যকে অবজ্ঞা করে অপদস্থ করতে বেশিবার ভাবে না। নূন্যতম অনুশোচনার বোধ তার মধ্যে জাগে না কারণ ততক্ষণে সে হয়ে ওঠে

সঠিক ব্যক্তিত্বের ধারক! এখানেই মানুষ সত্যজিৎ চিরতরে পার্থক্য রেখে গিয়েছেন। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেও কখনও কোনও কাজকে তিনি ছোট করে দেখেননি বা নিজেকে বড় করে দেখাননি। সমসাময়িক সময়ের বিশিষ্টদের নানা লেখালেখি বা কথা থেকে জানা যায় সত্যজিৎবাবু কোনও কাজের আলোচনার মুহূর্তে নিজেই অতিথিদের চায়ের কাপ, জলের গ্লাস এগিয়ে দিতেন, খাবার সাজিয়ে পরিবেশন করতেন, মনখোলা এক আশ্চর্য হাসিতে সকলকে মোহিত করে রাখতেন যে হাসির রেখা তিনি তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিতেও ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি সমালোচনা করতেন যেমন একইভাবে অন্যের সমালোচনাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ব্যক্তি সত্যজিৎ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যোগ্য পরিশ্রমের ফসল সাফল্য এবং খ্যাতি যা অর্জন করে বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে প্রাপ্তিগুলো তাৎক্ষণিক হতে মুহূর্ত সময় নেবে না। তাই এত সাফল্যের পরেও কোনও কাজের বাছবিচার না করে ভালোবেসেছেন বাস্তবিক সাবলীল জীবনকে যেখানে তার শিকড় রয়েছে- যা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সার্বিক স্তরের যেকোনও পেশার মানুষের টুকরো সাফল্যেই ক্রমশঃ নিজেকে বড় ভাববার বাড়বাড়ন্ত পতনশীল মানসিকতার কাছে প্রাসঙ্গিকতার আয়নাটা তুলে ধরে। এত সাবলীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর শিল্পীসত্ত্বা অমর হয়ে আছে যা আজকাল নিশ্চিতভাবেই ক্রমশঃ অদেখা হয়েছে। বলিষ্ঠ মানসিকতা বেশভূষা, স্বীকৃতি, সাফল্যের উর্ধ্বে গিয়ে খুঁজে নিতে হয় আর সেই পথটার তিনি হদিশ পেয়েছিলেন বলেই ব্যক্তি ও শিল্পী সত্যজিৎ রায় চিরকালীন মানিক হয়ে রয়ে গিয়েছেন।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে জায়ান্ট স্ক্রিনে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্বোধন করা নবনির্মিত মন্দিরে ভগবান জগন্নাথের পবিত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা একটি ঐশ্বরিক সূচনা।

পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় (পূর্ব মেদিনীপুর) জগন্নাথ মন্দির, যা জগন্নাথ ধাম নামেও পরিচিত, দিঘা রাজ্য এবং সমগ্র জাতির জন্য একটি আধ্যাত্মিক যুগান্তকারী প্রকল্প। এটি প্রায় ২৪ একর জমির উপর রাজকীয় বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। মন্দির স্থাপত্যটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুপাত থেকে অনুপ্রাণিত - কলিঙ্গ স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মিটারেরও বেশি উঁচু। নকশায় বৈদিক মন্দিরের সমস্ত ঐতিহ্যবাহী উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্দিরটি প্রতিদিন ১ লক্ষেরও বেশি ভক্তকে স্বাগত

জানানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি পূর্ব-পশ্চিম অক্ষ বরাবর কালো পাথরের অরুণা স্তম্ভের সাথে সারিবদ্ধ, যা পূর্ব প্রান্তকে চিহ্নিত করে।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উত্তরপাড়া দোলতলায় উত্তরপাড়া পুরসভার সামনে উত্তরপাড়ার মাখলা ব্লাইন্ড স্কুলের পাশে বড় জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়ে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগের দিন এই মন্দিরের হোম যজ্ঞের সরাসরি অনুষ্ঠান দেখানো হয়. মাখলা ব্লাইন্ড স্কুলের সামনে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ সহ অতিথিরা। এখানে পুরোহিত ডেকে জগন্নাথ দেবের পুজো করা হয় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার সাহেব।

বুধবার উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে বড় জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়ে দ্বিতীয় দিন দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেটা দেখানো হল উত্তরপাড়ার তিন জায়গায়। সাধারণ মানুষ চেয়ারে বসে দেখলেন। এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'আমাদের কাছে সরকারের নির্দেশ ছিল এই শহরের মধ্যে বড় জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়ে সবাইকে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের হোমযজ্ঞ ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর্ব সাধারণ মানুষের জন্য দেখানো হোক। সেইমতো সব ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেই সাথে সাধারণ মানুষেরা সরাসরি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ও হোম যজ্ঞ দেখলেন। অনেকে পুরী যেতে পারেন না তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় একটি জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করলেন যা সাধারণ মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।' এখানে বক্তব্য রাখেন উত্তরপাড়া পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন জামালপুরে জায়ান্ট স্ক্রিনে সম্প্রচার ও ভোগ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বুধবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন রাজ্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নির্মিত এই মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা রাজ্যজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি

হয়েছে। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের প্রতিটি কোণে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে,প্রতিটি অঞ্চলে জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে সম্প্রচার করা হয়েছে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। সঙ্গে হয়েছে মঙ্গল আরতী, ভক্তি সঙ্গীত, পূজাঅর্চনা এবং ভোগ রান্না ও বিতরণ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে দেখা যায় আলাদা উন্মাদনা। ব্লকের ১৩টি অঞ্চলেই বিশাল জায়ান্ট স্ক্রিনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় দিঘার মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। জামালপুর ব্লক অফিস চত্বরে বসানো হয় একটি বড় জায়ান্ট স্ক্রিন, যেখানে স্থানীয় মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী-অধিকারিকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল দর্শকদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, বিডিও পার্থসারথী দে সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল জামালপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বেত্রাগর গ্রামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান। এখানে একটি বিশাল স্ক্রিন বসিয়ে মন্দির উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয়। সঙ্গে প্রায় এক হাজার মানুষকে পরিবেশন করা হয় খিচুড়ি ভোগ। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জামালপুর ব্লকের যুব সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে আয়োজন পরিচালনা করেন। শুধু ভোগ পরিবেশন নয়, এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রেখে তাঁকে অনুষ্ঠানে সামিল করাও ছিল এই উদ্যোগের লক্ষ্য। সাহাবুদ্দিন মণ্ডল বলেন, 'এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার অনুভবই আলাদা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই এমন এক গর্বের কাজের জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই এলাকার মানুষকে, যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন।'

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী একটি ঐতিহাসিক কাজ করে দেখালেন। এই জগন্নাথ মন্দির ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় ও পর্যটন মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন। আমরা সবাই গর্বিত।' তিনি 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি তুলে গোটা এলাকাকে উৎসাহিত করেন।

পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন জানান, 'দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন দেখতে হাজার হাজার মানুষ সেখানে পৌঁছেছেন। আর যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁদের জন্য প্রতিটি ব্লকে, অঞ্চলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোগ ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে আমরা এই আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি।' পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিকও এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন মানসিক শান্তি দেয়, তেমনই এই ধরনের উদ্যোগ সামাজিক বন্ধনেরও প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এমন গর্বের মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য।'

পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাজ্যজুড়ে এক ঐক্যবদ্ধ ও ধর্মীয় আবহ তৈরি হয়েছিল, যা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই চিহ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে বুধবার দিঘাতে জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হওয়ায় গোটা রাজ্যজুড়ে মানুষের উচ্ছাস উদ্দীপনা দেখা যায়। সেইমতো এদিন বর্ধমান জেলার বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে পথ চলতি মানুষদের পাঁচ হাজার লাড্ডু বিতরণ করা হয়। প্রতিটি মানুষদের মুখ মিষ্টি করিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের সূচনার আনন্দ উপভোগ করা হয় এদিন।একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করছিলেন আরেক দিকে মুখ মিষ্টি করানো হয়, পথ চলতি মানুষদের। কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আবার কোথাও বিধায়কের উদ্যোগে। বর্ধমান শহরে কার্জন গেটের কাছে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে দেখানো হয় দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন।

আবার কালনাতেও দেখা যায় একই ছবি। দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির উদ্বোধনকে ঘিরে চরম উন্মাদনা দেখা যায়। মন্দিরময় শহর কালনা, তাই মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সামনে রেখে নাম সংকীর্তনের আসর বসে।জায়েন্ট স্কিনে দীঘার মন্দিরে জগন্নাথ দেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সরাসরি সম্প্রচার ও অনুষ্ঠান দেখানো হয়। শেষে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে। পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে এই নাম সংকীর্তনের আসরে বহু মানুষ এদিন ভিড় জমিয়েছিলেন।

শ্বশুরবাড়ির ৬ সদস্যকে পুড়িয়ে মারায় অভিযুক্তের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের পুড়িয়ে মারার অভিযোগে জামাইকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিল মেদিনীপুর জেলা তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালত। কেশপুর থানা এলাকার নৃশংস ঘটনায় আদালতের বিচারক কুসুমিকা দে মিত্র দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন। ঘটনার প্রায় ১২ বছর পর দোষী সাব্যস্ত জামাইকে সাজা দেওয়ায় খুশি পরিবারের সদস্যরা। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির নাম তাহের আলি। তার বাড়ি দাসপুর থানার বালিপোতা গ্রামে।

জানা গিয়েছে, দোষী সাব্যস্ত তাহের আলি স্ত্রী মিনারা বিবির ওপর অত্যাচার করত। একইসঙ্গে শালিকাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি সদস্যরা রাজি হয়নি। জানা গিয়েছে, নৃশংস খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল কেশপুর থানার বাঘাগেড়িয়া এলাকায়। ওই দিন রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে শ্বশুর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় তাহের। এই ঘটনায় শ্বশুর বাড়ির ৬ সদস্যের মৃত্যু হয়। ৫ সদস্য জখম হয়। ঘটনার এক বছর বাদে মেদিনীপুর স্টেশন চত্বর থেকে তাহেরকে গ্রেপ্তার করেছিল কেশপুর থানার পুলিশ। সেই সময় থেকে জেলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন তাহের। একইসঙ্গে এই ঘটনায় মোট ১৪ জন গ্রেপ্তার হলেও তাহের বাদে বাকিদের বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সরকারি আইনজীবী রাজকুমার দাস বলেন, বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশেষে বিচার পেল পরিবার। তাহের আলির শ্বশুরবাড়ির সদস্য মুসকান খাতুন বলেন, আদালতের রায়ে খুশি। তবে ফাঁসির সাজা হলে আরও খুশি হতাম।

পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক, অভিযুক্তকে খুন, সস্ত্রীক আত্মসমর্পণ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন হতে হল যুবককে। যুবককে খুন করার পর থানায় আত্মসমর্পণ দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে বারাবনি থানার অন্তর্গত কাপিস্টা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আঠাশ বছরের যুবক বাপি রুইদাস তাঁরই প্রতিবেশী লক্ষ্মী দাসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ সম্পর্ক রেখে ছিলেন। মঙ্গলবার বাপি রুইদাস লক্ষ্মীর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর স্বামী মন্টু দাস সেই ঘটনা দেখে ফেলেন। পরে মন্টুরর স্ত্রী অবৈধ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে। লক্ষ্মীর ঘরে উত্তেজনা কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মন্টু ঘরে থাকা কুড়ুল নিয়ে বাপির মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পরে বাপি। বেগতিক দেখে মৃত বাপিকে তাদের ঘরে ফেলে রেখে মন্টু তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীকে নিয়ে বারাবনি থানায় আত্মসমর্পণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে বারাবনি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। উদ্ধার করা হয় খুন সংক্রান্ত সামগ্রী।

যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেছেন। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর তারা এই বিষয়ে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেন তারা। উল্লেখ্য, বাপি এবং মন্টু দু'জনেই দিনমজুর। অভিযুক্ত লক্ষ্মীর ২২ বছরের কন্যা এবং একপুত্র সন্তানও আছে।

স্ত্রীকে অত্যাচার, শিশুদেরও খুনের চেষ্টায় দোষীকে দশ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মগরা থানার বাঁশবেড়িয়ার গ্যাঞ্জেস জুটমিল এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ পাশি। তার সঙ্গে ২০১৮ সালে বিয়ে হয় ওই এলাকারই জ্যোতি রাজভরের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের জন্য স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতেন সন্দীপ। তাঁদের দুই ছেলে হয়। তাঁদের বয়স সাড়ে তিন ও এক বছর। স্ত্রীর উপর অত্যাচারের পাশাপাশি দুই সন্তানকেও মারধর করতেন তাদের বাবা বলে অভিযোগ। মাঝে মধ্যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ছেলেদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতেন জ্যোতি।

পণের জন্য স্ত্রীর ওপর অত্যাচার। দুধের শিশুদেরও রেয়াত করেনি সন্দীপ। ছুরি মেরে খুনের চেষ্টা। এই ঘটনায় দোষীকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিল কোর্ট। মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এই সাজা ঘোষণা করে। এরপর ২০২৩ সালে ১৯ মে অশান্তি হওয়ার সময় নিজের বাড়িতে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করেন সন্দীপ বলে দাবি। দুই সন্তানকে গলায় ও বুকে ছুরি দিয়ে মারেন। জ্যোতির মা নাতিদের বাঁচাতে গেলে তাঁকেও ছুরি দিয়ে আঘাত করে সন্দীপ। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রতিবেশীরা চারজনকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন। মগরা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর সন্দীপের বিরুদ্ধে ৪৯৮, ৩০৭,৩২৬ ধারায় মামলা রুজু হয়।

জ্যোতির বাবা অলোক রাজভর বলেন, 'আমরা আদালতের রায়ে খুশি। মেয়ে জামাই নিজেরাই দেখাশোনা করে বিয়ে করেছিল। আমরা অনুষ্ঠান করে বিয়ে দিয়েছিলাম।কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই পণের জন্য মেয়ের ওপর অত্যাচার শুরু করে। দু'টো নাতিকেও ছাড়ত না।' মামলার সরকারি আইনজীবী অমিয় সিংহরায় বলেন, 'এই মামলায় দশ জন সাক্ষ্য দেন। হুগলি জেলে বন্দী সন্দীপ পাশি। সেখান থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকে সে। বুধবার আদালত তাকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।'

বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচনে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত বিকাশ ভারতী শিক্ষায়তন প্রাঙ্গনে বিকাশ ভারতী শিক্ষায়তনের উদ্যোগে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। বিকাশ ভারতী শিক্ষায়তন প্রাঙ্গনে যুব নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালিপদ সরেন বলেন স্বামী বিবেকানন্দ কেবল একজন মহান চিন্তাবিদ নন, তিনি নিজের জীবনেও এক অবিচল অনুপ্রেরণা। তাঁর বাণী, দর্শন এবং শক্তির বার্তা আমাদের প্রতিনিয়ত পথ চলতে সাহায্য করেছে, সাহস জুগিয়েছে, মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দিয়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

মাহেশ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পালিত চন্দন যাত্রা, ভিড় দর্শনার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার ভোররাতে প্রচুর মানুষ এসে প্রভু জগন্নাথ বলরাম এবং মা সুভদ্রার মঙ্গল আরতি প্রত্যক্ষ করেন এবং আশীর্বাদ নেন। এরপর সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয়ে যায় বাবা জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার জন্য চন্দন বাটা অনুষ্ঠান, মহিলা ভক্তরা এসে বাবার মাথায় যে চন্দন লেপন করা হয় সেই চন্দন তারা ভক্তি ভরে বাটেন, বেলা ১১ টার সময়ে চন্দন যাত্রার সন্ধিক্ষণে গর্ভ গৃহে বাবা জগন্নাথ, বলরাম মা

সুভদ্রার মাথায় চন্দনের মাথা এবং দেহের সর্বাঙ্গে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ৬২৯ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক মাহেশ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পালিত হলো চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠান। ভোর সাড়ে চারটে মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে এই পর্বের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠান দেখতে কয়েক হাজার মানুষ এসে ভিড় জমান জগন্নাথ দেবের মন্দিরে। জগন্নাথ দেবের প্রধান সেবাই সৌমেন অধিকারী, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী সহ মন্দিরের পুরোহিতরা বাটা চন্দন ভগবানের মাথায় প্রলেপ করেন।

এ বিষয়ে বলতে গিয়ে জগন্নাথ দেব ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়াতে বা অক্ষয় তৃতীয়াতে এই চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রধনুকে প্রভু জগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশ দেন যে এই প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে শান্তি দিতে তার মাথায় এবং সর্বাঙ্গে যেন চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়, কারণ প্রভু জগন্নাথ দেব, মানবরূপী সাধারণ মানুষের যেমন প্রখর রোদে গ্রীষ্মের তাপে শিরঃপীড়া হয়, সর্বাঙ্গে জ্বলন অনুভূত হয়, সেই সময় দেহ শীতল রাখতে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়, তেমনি প্রভু জগন্নাথ দেব ও সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে রাজা ইন্দ্রধনুকে এই চন্দন যাত্রা করার জন্য আদেশ দেন। সেই মতো যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে।

পুরীতে মদনমোহন কে নরেন্দ্র সরোবরের চন্দন জলাশয় নিয়ে গিয়ে জল কেলি করানো হয় এখানে পঞ্চম পান্ডব মহাদেবদের ও স্নান পর্ব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই চন্দন যাত্রা অত্যন্ত শুভদিনে অনুষ্ঠিত হয়, কারণ বাংলা মাস অনুযায়ী সারা বছরে চারটি শুভ দিন আছে, তাদের মধ্যে পয়লা বৈশাখ, বিজয়া দশমী, কার্তিক মাসের প্রথম দিন, এবং অক্ষয় তৃতীয়া। এদের মধ্যে সবথেকে শুভ দিন হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া তাই এই দিনই প্রভুর চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর এই দিন মহেশের জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে এবং প্রভুর কাছে আশীর্বাদ নিতে অক্ষয় তৃতীয়ার ভোর রাত থেকে প্রচুর মানুষের আগমন ঘর আগমন ঘটে এবারও তার অন্যথা হয়নি।

মানবজাতির অত্যন্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জগন্নাথ দেবের মন্দিরে চন্দনযাত্রার পর ভোগ আরতি হয় এবং ভক্তরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর সকাল থেকে বেজেছে বাবা জগন্নাথের ভজন সংগীত, অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান। এদিন প্রভু জগন্নাথ দেবের যে চন্দন যাত্রার সূচনা হল তা আগামী ৪২ দিন ধরে চলবে এবং প্রতিদিন প্রভুর মাথায় এবং সর্বাঙ্গে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হবে, তার দেহ শীতল করার জন্য এবং টানা ৪২ দিন এই চন্দন লেপন পর্ব চলার পর ৪২ দিনের মাথায় আগামী ১১ই জুন প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে সেদিন বাবাকে মন, মন দুধ এবং ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল দিয়ে তার স্নান-পর্ব স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

বাতনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি
রেজি নং- 92N তাং- 15/05/1951
ঠিকানা - বাতনা, পোঃ- ঘোড়ালিয়া, শান্তিপুর ব্লক
নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাতনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সমস্ত বৈধ ভোটার গণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমি মাননীয় A.R.C.S.– নদীয়া মহাশয়ের ৯১৮ তাং - ২২/০৭/২০২৪ অনুসারে সমিতির A.R.O-এর স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। ইতিমধ্যে সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সমিতির বাইল অনুসারে মোট ৯ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে। (সাধারণ গু ৬জন, S.C/ST = ১জন, মহিলা ২জন) এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্ম অনুসারে স্থানীয় বাতনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগামী ২৫/০৫/২০২৫ তারিখে সমিতির বোর্ড নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়ন পত্র গ্রহণ	০৩/০৫/২০২৫ ও ০৪/০৫/২৫	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস ঘর
২.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০৬/০৫/২৫	বেলা ১২ টা থেকে	সমিতির অফিস ঘর
৩.	মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৬/০৫/২৫	বেলা ৩টের পর	সমিতির অফিস ঘর
৪.	মনোনয়ন পত্র / প্রার্থী পদ প্রত্যহার	০৮/০৫/২৫	বেলা ৩টের পর	সমিতির অফিস ঘর
৫.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৮/০৫/২৫	বেলা ২টোর পরে	সমিতির অফিস ঘর
৬.	প্রয়োজনে প্রতিক বন্টন	০৯/০৫/২৫	সকাল ১১টার পরে	সমিতির অফিস ঘর
৭.	ভোট গ্রহণ	২৫/০৫/২৫	সকাল ১১টা থেকে ২টো পর্যন্ত	বাতনা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ফল প্রকাশ ও সার্টিফিকেট প্রদান	২৫/০৫/২৫	ভোট গননার পরে	বাতনা প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিঃদ্রঃ - সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুসারে পরিচালিত হবে। ভোটারদের নির্বাচিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা থাকতে হবে। S.C/S.T. সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীকে সংশাপত্র দাখিল করতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার,
বাতনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি, খড়গপুর (৬৪১৭৫)
৩য় তল, টাওয়ার - ০১, অটল রিয়েল এস্টেট
পো. ইন্দা, খড়গপুর, পিন - ৭২১৩০৫
ই-মেল - sbi.64175@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪
(রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, খড়গপুর (৬৪১৭৫) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.১০.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শেখ শাহাজান আলি, পিতা তাবেরামুল** শেখ, গ্রাম - নয়াবাসন, পো-গোপীবল্লভপুর, থানা - গোপীবল্লভপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০৫ পশ্চিমবঙ্গ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,৪৬,৭০৩.০০ টাকা (নয় লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) টাকা ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, গোপীবল্লভপুর শাখা (০৬৬৯৮)** নিকট বকেয়া **৯,৪৬,৭০৩.০০ টাকা (নয় লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) টাকা ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০২ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা নয়াবাসন, **জেএল নং ১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৩০০৮, দাগ প্লট নং ৬৩০ (আরএস এবং এলআর)**, থানা : গোপীবল্লভপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, হাল জেলা : ঝাড়গ্রাম, **১) স্বত্ব দলিল নং -১০১৪০-২২১২৫-২০১৮ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০১৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৪৮৫৯ থেকে ৪৪৮৭৩,** এডিএসআর -গোপীবল্লভপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, হাল জেলা : ঝাড়গ্রাম, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শেখ শাহাজান আলি, পিতা -তাবেরমূল শেখ। চৌহদ্দি : উত্তরে :** রিজিয়া বেগমের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মধুসূদন কুন্ডুর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া মোরাম রোড; **পশ্চিমে :** মধুসূদন কুন্ডুর সম্পত্তি।

তারিখ - ২৯.০৪.২০২৫
স্থান - গোপীবল্লভপুর
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SKIPPER Limited

Building the Future with Reliable Products and End-to-End Capabilities

শেষ আর্থিক বছরের তুলনায় ১২ মাসের বৃদ্ধি

রাজস্ব ৪১% | পিবিটি ৫৫% | পিএটি ৮৩% | ইবিআইডিটিএ ৪১%

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলেরকনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

₹ মিলিয়নে, প্রতি শেয়ার ডাটা ব্যতীত

কনসোলিডেটেড

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
০১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,৯৬৮.১৭	৪৬,৪৩৯.৯৯	১১,৫৬৫.১২	৩২,৯০৬.৩৮
০২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	১২,৮৭৭.৫২	৪৬,২৪৪.৮০	১১,৫৩৫.০৮	৩২,৮২০.৪৩
০৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	১,২৩৬.৫১	৪,৫১৬.৫৮	১,০৮৫.৩৭	৩,১৯৪.৩৪
০৪	কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)	৬২৬.৮৬	১,৯৮৬.৫০	৪৭৫.৯৬	১,২৮৪.৯৫
০৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৪৭৯.০৫	১,৪৯৩.৪৬	২৫১.৫৯	৮১৬.৬৫
০৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪৭২.৪৩	১,৪৮৭.৪৯	২৬০.৫৮	৮১৪.৪০
০৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১২.৮৫	১১২.৮৫	১০৫.২৪	১০৫.২৪
০৮	অন্যান্য ইক্যুইটি		১১,৮১৮.১৮		৮,৮৭০.৯৬
৯(ক)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মৌলিক রোজগার (টাকায়) (বার্ষিকীকৃত নয়)	৪.৩০	১৩.৮৬	২.৩৭	৭.৬৬
৯(খ)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মিশ্রিত রোজগার (টাকায়) (বার্ষিকীকৃত নয়)	৪.২৯	১৩.৮৫	২.২১	৭.১৪

দ্রষ্টব্য :
১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
০১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,৯৬৮.১৬	৪৬,৪৩৯.৯৯	১১,৫৬৫.১২	৩২,৯০৬.৩৮
০২	কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)	৫৯১.৭০	১,৯৫১.৩২	৪৬৩.৩৬	১,২১৫.১২
০৩	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৪৪৩.৮৯	১,৪৫৮.২৮	২৩৮.৯৯	৭৪৬.৮২

২. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট-এ (www.skipperlimited.com) পাওয়া যাবে।

আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট দেখতে স্ক্যান করুন

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সজন কুমার বনশল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00063555
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০-০৪-২০২৫

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিধায়ককে বিসর্জন দেওয়ার দাবি তৃণমূলেরই উপপ্রধানের। যা নিয়ে আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত সন্দেশখালি।

শেখ শাহাজাহান ও বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর অনুগামীদের মধ্যে চলছিল ঠান্ডা লড়াই। এই লড়াইয়ে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বরা। ফল যা হওয়ার তাই হল। এবার একেবারে প্রকাশ্যে চলে আসল সেই কোন্দল। সন্দেশখালি রাজবাড়িতে প্রকাশ্য জনসভার মঞ্চ থেকে শেখ শাহাজাহান ঘনিষ্ঠ আব্দুল কাদের মোল্লা সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে বিসর্জন দেওয়ার দাবি তুললেন। আর এই বক্তব্যের পরেই সন্দেশখালি জুড়ে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। লোকসভা নির্বাচনের আগে শেখ শাহাজাহান যদি জামিনে মুক্তি পেয়ে এলাকায় ফেরে তবে এই কোন্দল যে কোনও মাত্রায় পৌঁছবে তা নিয়ে চিন্তিত সন্দেশখালির মানুষ সহ খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।

সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহান জেলে যাওয়ার পরেই সন্দেশখালিতে তৈরি হয়েছে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। শেখ শাহাজাহানের যে সমস্ত অনুগামীরা রয়েছে তারা একত্রিতভাবে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছে অপরদিকে সন্দেশখালি তৃণমূলেরই বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর অনুগামীরা আরেকটি গোষ্ঠী তৈরি করেছে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গত কয়েক মাস ধরেই রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

অভিযোগ উঠেছিল গত কালীপুজোর দিন বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উপর হামলা চালিয়েছিল শেখ শাহাজাহানের প্রধান অনুগামী তথা হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল কাদের মোল্লা। গত কয়েক বছর আগে কানমারির ভাঙ্গিপাড়া এলাকায় বিজেপি কর্মীদের গুলি করে খুন করার অভিযোগও উঠেছিল এই তৃণমূল নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে।

এবার সন্দেশখালি রাজবাড়িতে প্রকাশ্যে জনসভার মঞ্চ থেকে সেই আব্দুল কাদের মোল্লা সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে বিসর্জন দেওয়ার দাবি তোলেন। এবং তিনি যে দলের হয়েই নির্বাচনে দাঁড়ান না কেন তাহলে তাকে পঞ্চাশ হাজার ভোটে হারানোরও দাবি করেন। প্রকাশ্যে এই জনসভা থেকে তৃণমূলের বিধায়কের বিরুদ্ধে এমনটাই হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গে সন্দেশখালিতে ফের প্রকাশ্যে আসল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। পালটা বক্তব্য দিতেও ছাড়েননি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি বলেন, এরা বাহুবলী নেতা। ভদ্র সভ্য সমাজে চলতে গেলে মঞ্চ থেকে এমন বক্তব্য দেওয়া যায় না।

এর আগেও সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করার পিছনে ছিল এরাই। এখনও শান্ত সন্দেশখালিকে ফের উত্তপ্ত করার পরিকল্পনা করছে। এরা জেহাদীদের ভাষা বলছে। ফলে এরা বরাবরই ক্ষোবের কারণ হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এদের কারনেই সন্দেশখালির মহিলারা আন্দোলনে নেমেছিল। এরা থাকা মানেই সন্দেশখালির মানুষ ক্ষোভ দেখাবে বিক্ষোভ দেখাবে। এরা থাকা মানেই মানুষের কষ্ট দুঃখ থাকবে। যে নিজের অঞ্চলে জিততে পারে না, সে আমাকে ৫০ হাজার ভোটে হারাবে! হাস্যকর। এরা জানেই না সন্দেশখালিতে কত ভোট আছে। এরা যে কথা বলছে তা বিজেপি আইএসএফের মতো, তৃণমূলের কথা এরকম নয়। সন্দেশখালি এখন ভালো জায়গায় আছে। এখানে তৃণমূলই জয় পাবে বলে জানান বিধায়ক।

একই দলের দুই নেতা একে অপরের দিকে এভাবে বক্তব্যের কামান দাগায় সন্দেশখালির রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হতে চলেছে। জেলা নেতৃত্বের পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করে এখনই রাশ টানতে না পারলে আগামী দিনে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রেক্ষাগৃহের স্ক্রিনে জগন্নাথের মন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দিঘায় প্রভু জগন্নাথের মন্দির উদ্বোধন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা পর্ব দুর্গাপুরে সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে স্ক্রিনে দেখলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের বোর্ড অফ এডমিনিস্টর্স-এর চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখার্জি, সঙ্গে ছিলেন সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল ও প্রাক্তন কাউন্সিলর সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য।

ডিভিসির দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিপুজো

সাংসদের মন্তব্যে ক্ষোভ, সভাস্থল পরিত্যাগ তৃণমূল ও সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ডিভিসির আরটিপিএসর দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজের বুধবার দুপুরে ভূমিপুজো করা হল। আর সেই ভূমিপুজোর অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাতর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল সিপিএমের জন প্রতিনিধিরা সভাস্থলে উঠে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান ও সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান।

তাদের অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ সরকারি মঞ্চকে রাজনৈতিক মঞ্চ বানিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন তাই তারা বিক্ষোভ দেখিয়ে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন। যার জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সামাল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আমন্ত্রিত পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত। তৃণমূলের বিক্ষোভ কারীরা দলের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতকে সামনে পেয়ে তাকে ঘিরে অভিযোগ জানান ও সভামঞ্চে না উঠে তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতেন বলেন। কিন্তু ডিভিসি কর্তৃপক্ষ সভাধিপতিকে সভামঞ্চে উঠার জন্য একাধিকবার আবেদন জানাতেই* সভাধিপতি অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠেন ও তার বক্তব্য রাখেন। সভাধিপতি তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এই এলাকার মানুষ বহু আশা নিয়েই জমি দিয়েছিলেন তারজন্যই বুধবার ডিভিসি প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে উৎপাদন শুরু করতে পেরেছে।

এদিন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে চলেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই* ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে জানান এলাকার জমিদাতা থেকে এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন এদিন এই অনুষ্ঠান মঞ্চ কোন রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, এটা সরকারী সমন্বয় অনুষ্ঠান মঞ্চ। এখানে বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রশাসনের আধিকারিক ডিভিসির চেয়ারম্যান সহ আধিকারিকরা উপস্থিত আছেন। তাই এই অনুষ্ঠান মঞ্চকে রাজনৈতিক মঞ্চ করা ঠিক নয়।

অপরদিকে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাতকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন তৃণমূল ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা কেন? উত্তরে বিজেপি সাংসদ জানান, 'ডিভিসি হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে পার্থক্যটা দেখুন। কেন্দ্র সরকারের কোন অনুষ্ঠানে যারা যারা জনপ্রতিনিধি থাকেন দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই আমন্ত্রণ করা হয়। তার সবথেকে বড় উদাহরণ এদিনের অনুষ্ঠানেই পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে আমন্ত্রণ জানানো। রেল থেকে কেন্দ্র সরকারের যে কোনও অনুষ্ঠানে লোকাল বিধায়ক থেকে সাংসদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কি দেখা যায়। দিদিমণি যখন পুরুলিয়া আসেন আমি এখানের সাংসদ আমাদের ৬ খানা বিধায়ক তথাপি সরকারি অনুষ্ঠানে কেউ ডাক পান না। এটাই হচ্ছে সহিষ্ণু আর অসহিষ্ণু। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি এখানে বক্তব্য রাখার সময়, বেশ কিছুজন বিশৃঙ্খলা করেছেন। তারা দিদির মনোভাবাপন্ন সমর্থক ছিল কিন্তু যখনই আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছি তখনই তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।'

এদিনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমার,পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাত, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, রঘুনাথপুর বিধানসভার বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউরি, পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, ২০২৪সালের ২ মার্চ নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের দুমদুমিতে অবস্থিত ডিভিসির আরটিপিএসর দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথম পর্যায়ের তৈরির সময় মোট ২হাজার ৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সেখানে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়েছিল। ডিভিসির হাতে থাকা ১৫০ একর জমিতেই তৈরি হয়ে যাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ কারখানা। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ১১ হাজার ৩৩কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সাড়ে চার বছরেই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এছাড়াও আরও প্রায় ১০০০ হাজারের মতো কর্মসংস্থান হবে বলে জানান ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমার।

বাজেয়াপ্ত মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একেবারে পুরুলিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলেই বিক্রি হচ্ছিল নকল মদ। অভিযান চালিয়ে তা ধরে ফেললেন জেলা আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় ওই দোকানের ম্যানেজার সহ চার জনকে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে পুরুলিয়া শহরের মধ্যবাজারে একটি মদের দোকানে অভিযান চালান জেলা আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। দেখা যায় ওই মদের দোকানে নকল মদ বিক্রি করা হচ্ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয় সেখানে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিদেশি মদের লেবেল লাগানো নকল মদ। এর খবর করতে গেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এক আবগারি কনস্টেবল। মোবাইল ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি।

এরপরই অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নেন দপ্তরের আধিকারিকরা। ওই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এদিন জেলা আবগারি আধিকারিক অর্ণব কুমার সেনগুপ্তকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় পুরুলিয়া জার্নালিস্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে। আশ্বস্থ করেন ক্লাবের কর্মকর্তাদের। বুধবার ধৃতদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজত হয়। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ঘটনায় সাংবাদিকরা দোষীর শাস্তি দাবি করেন।

বাজ পড়ে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হল ২ জনের। মৃতদের নাম সোনু লোহার ও অভি বাগদি। দু'জনেরই বাড়ি বাঁকুড়া সদর থানার সানাবাঁধ গ্রামে।

বুধবার সকাল থেকেই বাঁকুড়ার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দুপুরের পর আচমকাই প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ সহযোগে বাঁকুড়ায় বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির মাঝেই স্থানীয় একটি পুকুরে স্নান করতে যায় সানাবাঁধ গ্রামের সোনু লোহার (১৯) এবং ওই গ্রামেরই অভি বাগদি (১৩)। আচমকাই বজ্রপাতে দু'জনেই ছিটকে পড়ে মাটিতে। স্থানীয়রা দ্রুত দু'জনকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আগামিকাল দেহ দু'টির ময়নাতদন্ত করা হবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে।

সাইবার প্রতারণার অভিযোগে আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাইবার প্রতারণার অভিযোগে আটক তিনজন। যার মধ্যে একজন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার সিমকার্ড, পাসপোর্ট, ডেবিট কার্ড সহ আরো অনেক কিছু। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। পুরো বিষয়টি নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট সাইবার থানার আইসি সৌরভ ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সাইবার অপরাধীরা। সেই মত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে জেলা পুলিশের বিশেষ সাইবার ক্রাইম এক্সপার্ট টিম। ধৃতরা হলেন রাকিবুল ইসলাম এবং তাঁর ভাই মুক্তার ইসলাম। পাশাপাশি তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে রত্না রায় নামে তৃতীয় লিঙ্গের আরেক নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গঙ্গারামপুর ব্লকের শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা এই রত্না রায় রাকিবুল এবং মুক্তারকে ভুয়ো সিম কার্ড সরবরাহ করতেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাশাপাশি জেলার বাইরেও সাইবার প্রতারণার ঘটনা চালাত তাঁরা। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, ২২টি মোবাইল ফোন, একটি পাসপোর্ট, ৯০টি সিম কার্ড,১৯ টি ডেবিট কার্ড, ৮ টি প্যান কার্ড এবং চারটি ব্ল্যাঙ্ক চেকবুক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হয়েছে পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'সমগ্র দেশজুড়ে ফিনান্সিয়াল ফ্রড এর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেরকম একটি প্রতারকের দল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছুদিন ধরে প্রতারণার ছক কষছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই চক্রের মূল পান্ডা রাকিবুল ইসলাম ও মোক্তার ইসলামকে আটক করি। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বাবাও যুক্ত বলেই আমরা জানতে পেরেছি। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রত্না রায় নামে তৃতীয় লিঙ্গের আরেক নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গোঘাটে ছাত্রীদের নিয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে নারীপাচার বন্ধ করা ও শিশু শ্রম প্রতিরোধে তৎপর হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ। এই নিয়ে মঙ্গলবার স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে আরামবাগ মহিলা থানা বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি করে গোঘাটের বাজুয়া গালস হাইস্কুলে।

জানা গিয়েছে, স্কুলের ছাত্রীরা এই কর্মসূচিতে সামিল হন। আরামবাগ মহিলা থানা পুলিশের আধিকারিকদের দাবি, সোশাল মিডিয়ায় মাধ্যমে নানান প্রলোভন থেকে ছাত্রীদের সাবধান করা হয়। এছাড়াও বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, শিশুশ্রম রুখতে ছাত্রীদের বিশেষ সচেতন করা। আরামবাগ মহিলা থানার আধিকারিক পাপিয়া বিশ্বাস ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত 'স্বয়ংসিদ্ধা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ স্বনির্ভর। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আইনশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সচেতন করা, যাতে তারা তাদের পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোকে সচেতন করতে পারে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় ইচ্ছুক পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুল-কলেজে স্বয়ংসিদ্ধা বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনীতে যারা আছে তাদের বয়স ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। রাজ্য সরকারের শিশু সুরক্ষা কমিটি এই বাহিনীর দেখাশোনা করছে এবং সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে পুলিশ আধিকারিকরা ছাত্রীদের বিশেষ বার্তা দেন।

তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাকি পড়ুয়া, এবং নিজেদের প্রতিবেশী, চেনা-পরিজনদের মধ্যে বাল্য বিবাহের কুপ্রভাব, নারীপাচার সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে সচেতনতা ছড়াবে বলে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিক যেমন পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অপরাধমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা, তেমনই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবিকা ও খাদ্য সুরক্ষার সুবিধা পৌঁছে দেওয়াও এই প্রকল্পের অংশ।

সূত্র থেকে জানা যায় নারীপাচার দেখা যায় দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই মেদিনীপুরে। যদিও হুগলি জেলায় সেই খুব বেশি নারীপাচারের ঘটনা সামনে আসেনি। তবে বাল্যবিবাহ, শিশুকন্যাদের ওপর অত্যাচার ও শিশু শ্রমিকের ওপর অত্যাচারের বহু ঘটনা আছে। তাই এই স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে সচেতন করা হয় স্কুল পড়ুয়াদের। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, যে কোনও প্রয়োজনে লোকাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আইন মেনে চলুন নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সর্বদা মানুষের সঙ্গে ও মানুষের পাশে আছে।

উলুবেড়িয়ায় ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ হাতে পাওয়ায় ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করল উলুবেড়িয়া এক নং ব্লক প্রশাসন। জানা গিয়েছে, হাটগাছা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহানগর মৌজায় অবস্থিত ই সি ৪৩০৩ নম্বর খতিয়ানের জমিটি 'ওয়াকফ-এ-আওলাদ' সম্পত্তি হিসেবে গোলাম এজদানের নামে রেকর্ডভুক্ত ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি কিছু অসাধু ব্যক্তি ওই জমি জোরপূর্বক দখল করে সেখানে মাটি ফেলে জমির অবস্থান ও প্রকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করে। ঘটনাটি ওয়ারিশনদের নজরে এলে তাঁরা ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। ব্লক প্রশাসনের তরফে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) এইচ. এম. রিয়াজুল হক ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্লক আধিকারিক মোঃ আইয়ুব আলি ও বিএলএলআরও অফিসের প্রতিনিধিদের ঘটনাস্থলে পাঠান। সরেজমিন তদন্তে অভিযোগের সত্যতার পর প্রশাসনের তৎপরতায় ওই সম্পত্তি জবরদখলমুক্ত করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় এই পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, ওয়াকাপ সম্পত্তি নিয়ে নতুন আইনের পর দেশ জুড়ে খুব বিক্ষোভ শুরু হয় এবং এই মুহূর্তে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনটি সর্বোচ্চ আদালতে ঝুলে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

১০৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস, সেজেছে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়রামবাটি: বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে মা সারদার জন্মভিটেতে বিশেষ পুজোপাঠ এবং বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস, জগজ্জননী মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে আজ সকাল থেকে বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে মাতৃমন্দিরের ১০৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২৩ সালে মা সারদার পবিত্র জন্মস্থানকে ঘিরে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে মাতৃমন্দির। তারপর দীর্ঘ ১০৩ বছর ধরে এই মাতৃমন্দির দেশ বিদেশের পূন্যার্থী ও ভক্তদের কাছে পরিচিত হয়ে আসছে পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে।

১৮৫৩ সালে মা সারদা বাঁকুড়ার জয়রামবাটি গ্রামে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে দেবী শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাতেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর গ্রামের রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। তারপরও মা সারদা নিজের জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন জয়রামবাটির বাড়িতেই। সেখানে থেকেই তিনি ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে নিজের বাণী প্রচার করতেন। ১৯২০ সালে মা সারদার মৃত্যুর পর তাঁর জয়রামবাটির বাড়ি অক্ষত রেখে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে মাতৃমন্দির স্থাপিত হয়। ১৯২৩ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মাতৃমন্দির।

পরের বছর থেকেই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটিকে বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে মাতৃ মন্দির কর্তৃপক্ষ। মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকে জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে ঢল নেমেছে পুণ্যার্থী ও ভক্তদের। এদিন ভোর ৪ টায় মাতৃমন্দিরে মঙ্গলারতি শুরু হয়। ৪ টা ৫ মিনিটে বেদপাঠ ও স্তব গানের আয়োজন করেন মাতৃমন্দির কর্তৃপক্ষ। এরপর ৬৪৫ এ বিশেষ পুজা পাঠ, চন্ডীপাঠ ও দিনভর বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান রয়েছে মাতৃমন্দিরে। সন্ধ্যায় ৬২৫শে রয়েছে সন্ধ্যারতি তারপর রয়েছে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান। বিশেষ এই পবিত্র দিনে মাতৃমন্দিরের অনুষ্ঠানের সামিল হতে স্থানীয়দের পাশাপাশি দূর দূরান্তের ভক্ত ও পুণ্যার্থীরাও এদিন ভিড় জমিয়েছেন মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণে।

মুসলিম ঘরে অধিষ্ঠিত জগন্নাথরূপে ধর্মরাজ পূজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাড়ে চারশো বছরের সম্প্রীতির লালনক্ষেত্র পূর্ব বর্ধমানের কান্দরা। মুসলিম ঘরে অধিষ্ঠিত জগন্নাথরূপে ধর্মরাজ পূজিত হচ্ছেন। পুরোহিত শাহ আলম,নামাজও পড়েন, নিত্যপূজাও করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন করেন। তা নিয়ে বিরোধীরা বিভেদের রাজনীতি খুঁজতে শুরু করে। রাজ্যেরই পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কান্দরাতে মুসলিম বাড়িতে সাড়ে চারশ বছর ধরে পূজিত হন জগন্নাথরূপে বুড়ো ঠাকুর। একদিকে পুজো চললেও একই বাড়িতে চলে নমাজ ও পবিত্র রোজা রাখা। বিভেদের রাজনীতির আবহে এ যেন এক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে।

কেতু গ্রাম -১ ব্লকের কান্দরা মোল্লা পাড়ার শেষেই ভাণ্ডারি পাড়া। সেখানেই বাস করেন শাহ আলম ওরফে টিটু খাদিম। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী টুম্পা খাদিম ও তাঁর দুই ছেলে। মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছে। ওই বাড়িতেই প্রায় সাড়ে চারশ বছর ধরে জগন্নাথ রূপে বুড়ো ধর্মরাজ ঠাকুর পুজিত হন। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, হুগলি জেলা থেকে হিন্দু -মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। পুজো দেন তাঁরা। আর্শীবাদ নেন। টিনের চালের এক চিলতে মাটির বাড়িতেই এক পাশে রয়েছেন শাহ আলমের বাবা জাহেদ আলি খাদিমের সমাধি। আর অন্য ঘরেই নিত্য পুজিত হচ্ছেন হিন্দু দেবতা। এখানে ধর্ম বলতে শাহ আলম বোঝেন মানবতা। তিনি বলেন, 'আমার কাছে যাঁরাই আসেন তাঁদের মানবতার পাঠ দিই। আগে আমরা মানুষ। তারপরে ধর্ম। আমার পরিবারে পাঁচ সময় নমাজ পাঠ যেমন হয়। পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখা হয়। আবার তেমনি নিত্য ধূপ, প্রদীপ জ্বেলে ফুল দিয়ে জগন্নাথ রূপে বাবা বুড়ো ঠাকুরের পুজো হয়। বাড়িতেই রয়েছে শিবের ত্রিশূল।'

শাহ আলমদের বাড়িতে পূর্বপুরুষ ধরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে বুড়ো ঠাকুরের পুজো হয়। এখানে বুড়ো ঠাকুর আসলে বাবা ধর্মরাজ। কিন্তু ধর্মরাজের ঘোড়া বিগ্রহ যেটা প্রতিষ্ঠা রয়েছে তার কোনও পা নেই। তাই সাড়ে চারশ বছর ধরেই নাকি জগন্নাথ দেবরূপে বাবা বুড়ো ঠাকুর পুজো পান মুসলিম বাড়িতেই। একসময় এই মূর্তি জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। শাহ আলমের দাবি, এরপরেই নাকি পরিবারে অমঙ্গল নেমে আসে। বাড়ির সদস্যদের এক জন স্বপ্নাদেশ পেয়ে জলাশয় থেকে মূর্তি তুলে এনে ফের প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানেই দু' বেলা নিত্যসেবা হয় জগন্নাথ রুপে বুড়ো রাজের দারু বিগ্রহ।

স্ত্রী টুম্পা খাদিম বলেন, 'বাড়িতে ভক্তদের আনাগোনা লেগেই আছে। আমি নমাজ পড়ি। রোজা রাখি। আবার স্বামী বাড়িতে না থাকলে বাতাসা, ধূপ আমিই দিই।' শাহ আলম আরও বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন করেছেন। এতে আমার খুব আনন্দ। আমি পারলে একবার গিয়ে দেখেও আসব। ধর্ম নিয়ে যারা বিভেদের রাজনীতি খোঁজে আমি তাঁদের মানুষ বলে ভাবি না। আমাদের পরিচয় আমরা মানবজাতি।'

শাহ আলমদের ছোট্ট বাড়িতে ঢুকলেই চোখে পড়বে লাল জবা ফুলের গাছ। যে ফুল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে মুসলিম যুবকের হাতে অর্ঘ্য পান বুড়ো ঠাকুর। তার ঠিক পাশেই রয়েছে বেলগাছ। রয়েছে তুলসিতলা। গ্রামের মসজিদে সন্ধ্যেয় আজান যেমন হয়। এখানেও তুলসি তলায় প্রদীপ জ্বালেন শাহ আলমরা। বিভেদ ভুলে খাদিম বাড়িতে শান্তিটুকু খুঁজে পান সকলেই। যেখানে গেলে কেউ জানতে চাইবে না আপনার পরিচয়। মানুষই প্রথম পরিচয় পত্র শাহ আলমের বাড়িতে।

আইপিএলে চম্পক'কে নিয়ে বিতর্ক, বিসিসিআইকে যেতে হচ্ছে আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে যতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক না কেন, আইপিএলে বিতর্কে জড়াল চম্পক। এই চম্পক যে কোনো মানুষ নয়, আইপিএলের নতুন সংযোজন রোবট কুকুর ক্যামেরার নাম। এই ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুর বানিয়ে দিয়েছে বৈশ্বিক সম্প্রচার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডব্লুটিভিশন ও ওমনিক্যাম। ১৩ এপ্রিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে এটি প্রথমবারের মতো দেখা যায়। এরপর থেকে প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার এমনকি ধারাভাষ্যকার, আম্পায়াররাও এটির সঙ্গে মজা করেছেন। দর্শকেরাও এই প্রযুক্তির সংযোজনকে সাধুবাদই জানিয়েছেন। সবার আগ্রহ দেখে অনলাইন পোলে আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানতে চায় ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরের নাম কী হতে পারে। পোলে 'চম্পক' নামটি টিকে যায়। কিন্তু এই নামই বিসিসিআইকে বিপদে ফেলেছে, যেতে হচ্ছে আদালতে। মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে দিল্লি প্রেস গ্রুপ! ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই প্রকাশনী থেকে ১৯৬৯ সাল থেকে

আইপিএলের মাঠে চম্পক-এর সঙ্গে নাচের তালে পা মিলিয়েছিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। - ফাইল চিত্র

চম্পক নামে একটি শিশুতোষ সাময়িকী (পাক্ষিক পত্রিকা) প্রকাশ করে আসছে, যা শিশুদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। দিল্লি প্রেস গ্রুপের আইনজীবী অমিত গুপ্তর দাবি, চম্পক সাময়িকীর নাম অনুযায়ী আইপিএল কর্তৃপক্ষ ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরের নাম রেখেছে এবং তাদের অনুমতি না নিয়ে এই নাম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এ কারণে তারা বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। অমিত গুপ্ত আদালতকে জানিয়েছেন, এটি তাদের নিবন্ধিত ট্রেডমার্ককে দুর্বল করছে এবং এর ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। তাই ক্যামেরাওয়ালা রোবট কুকুরকে যেন আর চম্পক নামে ডাকা না হয়। তবে মামলার বিস্তারিত জানার পর বিচারক সৌরভ ব্যানার্জী বুধবার দিল্লি প্রেস গ্রুপের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এখানে কোথায় বাণিজ্যিক উপাদান আছে? বিসিসিআই এটা যেকোনো কারণে ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে এখনই রায় দিলে খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। এটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি কুকুর এবং নামটি সমর্থকদের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এটা বিসিসিআইয়ের পছন্দে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নামকরণ।' বিসিসিআইয়ের সিনিয়র আইনজীবী জে সাই দীপক বলেছেন, 'এই নামের সঙ্গে ম্যাগাজিনের সম্পর্ক নেই। বরং কমেডি শো ততারক মেহতা কা উল্টা চশমারদ একটি চরিত্রের সঙ্গে এর মিল আছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা সেখান থেকেই রোবট কুকুরের নাম প্রস্তাব করেছে। তারাই (দিল্লি প্রেস গ্রুপ) একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়, যারা চম্পক নাম ব্যবহার করছে। জনপ্রিয় টিভি সিরিজেও এই নাম ব্যবহৃত হয়েছে।' দিল্লি প্রেস গ্রুপ বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছিল, 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা'য় জ্ঞানী দাদার চরিত্র চম্পকলাল গাদার সঙ্গে রোবট কুকুরটির নামের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অনলাইন পোলেও বেশির ভাগ ক্রিকেটপ্রেমীর ভোট চম্পক নামকরণের পক্ষে গেছে। তবে আদালত প্রাথমিকভাবে বিসিসিআইকে চম্পক নাম ব্যবহারের অনুমতি দিলেও দিল্লি প্রেস গ্রুপের দায়ের করা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের মামলা আগামী ৯ জুলাই শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন। শুনানির মাস দেড়েক আগেই এবারের আইপিএল শেষ হয়ে যাবে।

রিঙ্কুকে চড় মারায় বিতর্কে কুলদীপ, সাফাই কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৮ বছর পর শ্রীসন্থ-হরভজনের 'স্ল্যাপগেট' কাণ্ডেরই যেন পুনরাবৃত্তি দেখা গেল দিল্লিতে। মঙ্গলবার আইপিএলে কেকেআর ও দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ ছিল। খেলার শেষে দুই দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হাসিঠাট্টা করছিলেন। এরকম সময়েই দিল্লির কুলদীপ যাদব চড় মেরে বসেন কলকাতার রিঙ্কুকে। একবার নয়, কুলদীপ দু'বার চড় মেরে বসেন রিঙ্কুকে। কুলদীপের চড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে যান রিঙ্কু। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। থ হয়ে যান রিঙ্কু। কী কারণে কুলদীপ আকস্মিক ভাবে চড় মেরেছেন তা স্পষ্ট নয়। কুলদীপের আকস্মিক চড়কে ভাল ভাবে নেননি নেটব্যবহারকারীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এমনকি বিসিসিআইকে কুলদীপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও আর্জি রেখেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ কুলদীপকে অবিলম্বে আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা উচিত তাঁর এমন আচরণের জন্য। ঘটনার পরদিন, বুধবার সকালে এই নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এক্স-অ্যাকাউন্টে আপলোড করা ওই ভিডিওতে কেকেআর শিবির সাফ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা করার মানে হয় না। এটা আসলে ইউপি-তুতো দুই বন্ধুর খুনসুটি। মাঠের ঘটনা মাঠেই মিটে গিয়েছে। প্রসঙ্গত আইপিএলের প্রথম মরশুমেই চড়-কাণ্ড বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

চাহালের হ্যাটট্রিক, শ্রেয়সের ব্যাটিংয়ে জয় পাঞ্জাবের

প্রথম দল হিসেবে এলিমেনেটেড চেন্নাই, ধোনি বাড়ালেন অবসরের জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বপ্ন থামল ধোনির। দৌড় থামল চেন্নাই সুপার কিংসের। এবারের আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে এলিমেনেটেড ধোনির নেতৃত্ব চেন্নাই। পাঞ্জাব কিংসের কাছে ৪ উইকেটে হারের পর ১০ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তলানিতেই তলিয়ে গেল চেন্নাই। বুধবার চিপকে চেন্নাই সুপার কিংস মুখোমুখি হয়েছিল পাঞ্জাব কিংসের। তাতে চাহালের বোলিং ও শ্রেয়সের ব্যাটিং ছিটকে দিল সিএসকে'কে। এদিন টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। আঙুলে চোটের জন্য এই ম্যাচ থেকে ছিটকে যান পাঞ্জাবের গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। সিএসকের ইনিংসকে একাই টানেন স্যাম কারান। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার মত কেউ ছিলেন না এই ম্যাচে। শেষপর্যন্ত ৪৭ বলে ৮৮ রানের ইনিংস খেলে ফেরেন তিনি। ১৯ ওভারে চেন্নাই ব্যাটিংয়ে ধস নামালেন চাহাল। চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠে হ্যাটট্রিক করে ফেললেন তারকা লেগস্পিনার। তিন ওভারে ৩২ রান খরচ করে চার উইকেট নিলেন। প্রথম দুই ওভারে বল করতে এসে কোনও উইকেট পাননি। কিন্তু ১৯তম ওভারে এসেই কামাল করে দিলেন চাহাল। এক ওভারে নেন চারটি উইকেট। তারমধ্যে হ্যাটট্রিক। এই হ্যাটট্রিক করার পরেই মাটিতে গিয়ে রাজকীয় ভাবে শুয়ে সেলিব্রেশন করেন তিনি। তাতে দুটি নজিরও গড়েন তিনি। প্রথম বোলার আইপিএলের ইতিহাসে যিনি এক ওভারে চারটি উইকেট দুইবার নিলেন। প্রথম বোলার হিসাবে হ্যাটট্রিক করলেন চাহাল। ধোনি এদিন ব্যাট হাতে ৪ বলে ১১ রান করেন। এরমধ্যে রয়েছে ১ চার ও ১ ছক্কা। ১৯.২ ওভারে ১৯০ রানেই অল আউট হয় সিএসকে।

ত্রিমুকুট জয় অধরাই, সুপার কাপে গোয়ার কাছে হেরে বিদায় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আশা জাগিয়েও ত্রিমুকুট জয় অধরা থাকল মোহনবাগানের। সুপার কাপের সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার কাছে ১-৩ গোলে হেরে ছিটকে গেল বাস্তব রায়ের মোহনবাগান। ম্যাচ হাতছাড়া হয় মূলত ধীরজের ভুলের কারণেই। তিনের মধ্যে দুটো গোলই বাগান কিপারের ভুলে। ম্যাচের ১৮ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে মোহনবাগান। গোল করেন ব্রিসন ফার্নান্দেজ। যদিও দু'মিনিট পরেই মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান সুহেল ভাট। প্রথমার্ধের শেষে স্কোরলাইন ১-১ ছিল। প্রথমার্ধে মোহনবাগানের দাপট থাকলেও, দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণ শানায় এফসি গোয়া। ৫০ মিনিটে গোয়ার এক ফুটবলারকে বক্সে

ফাউল করেন বাগান গোলরক্ষক ধীরজ সিং। পেনাল্টি পায় গোয়া। গোল করতে ভুল করেননি ইগের গুয়ারেস্কেনা। ৫৮ মিনিটে কর্নার থেকে বল সরাসরি গোলে ঢুকিয়ে দিয়ে গোয়াকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন বোরহা ফার্নান্দেজ। জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়ে বাস্তব রায়ের দল। দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পর তরুণ, অনভিজ্ঞ দলের ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে যায়। প্রথমার্ধে যে লড়াইটা করে আশিক, সালাহরা, দ্বিতীয়ার্ধে সেটা পারেনি। সুপার কাপে দ্বিতীয় সারির দল নামিয়ে ছিল মোহনবাগান এসজি। বাস্তব রায়ের কোচিংয়ে একঝাক তরুণ ফুটবলারকে নিয়ে সুপার কাপে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান এসজি। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরল ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে দিয়ে আশাও জাগিয়েছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে শক্ত প্রতিপক্ষ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে জয় অধরাই থাকল মোহনবাগানের তরুণ ব্রিগেডের। এর ফলে চলতি মরশুমে ত্রি মুকুট জয়ের স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল মোহনবাগানের। শেষ হল মোহনবাগানের এবারের মরশুমও।

বৈভবকে নিয়েই কলকাতা পুলিশের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার আইপিএলে শতরান করে হইচই ফেলে দিয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার শতরান দেখে কুর্নিশ করছে ক্রিকেটবিশ্ব। মাঠে তাকে দেখে সাহসী, অকুতোভয় যোদ্ধার মতোই লাগছিল। সেই বৈভবের ছবি দেখিয়েই কলকাতা পুলিশ সমাজ মাধ্যমে নতুন প্রচার করল। যেখানে শতরানের পর বৈভব সূর্যবংশীর হেলমেট খোলার মুহূর্তের ছবি দিয়ে জনগণকে সচেতন করেই লেখা হয়েছে, 'লক্ষ্যে পৌঁচে হেলমেট খুলুন'। বাইক আরোহীদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে এমন প্রচার যেমন নজর কেড়েছে, তেমন প্রশংসিতও হয়েছে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিশাখাপত্তনমে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত ৮

মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

বিশাখাপত্তনম, ৩০ এপ্রিল: উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল হাহাকারে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায় চন্দনোৎসবের অনুষ্ঠান চলাকালীন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আট ভক্তের। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশাখাপত্তনমের প্রসিদ্ধ এক মন্দিরের ভিতরের দেওয়াল আচমকা ভেঙে পড়ে। চাপা পড়ে যান বহু ভক্ত। তাতেই মৃত্যু হয় আট জনের। আহত আরও বেশ কয়েক জন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু দু'লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, বিশাখাপত্তনম জেলার একটি মন্দিরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে চন্দনোৎসব উপলক্ষে সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্তও ছিল ভক্তদের ভিড়। সে সময় আচমকা মন্দিরের প্রায় ২০ ফুট উঁচু একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান ভক্তেরা অনেকেই। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আট জন প্রাণ হারান। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁদের। নিহতদের মধ্যে পাঁচ জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা রয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও তিন জন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। অন্ধ্রপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গলাপুড়ি অনিতাও ঘটনাস্থলে যান। সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেন, 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, সরকার দ্রুত উদ্ধারকাজ শেষ করার চেষ্টা করেছে।' বুধবার সকালেও চলছে উদ্ধারকাজ। আরও কেউ এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রাত ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তবে কী ভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে সিংহচলম পাহাড়ে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, সম্ভবত সেই কারণেই ভেঙে পড়েছে নবনির্মিত দেওয়ালটি। যে সব ভক্ত ৩০০ টাকার টিকিট কেটেছিলেন, তাঁরা সে সময় ওই দেওয়ালের পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই আচমকা দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে।

রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৯৪৫ সালের ৯ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাফল্য এসেছিল রাশিয়ার। আগামী ৯ মে সেই যুদ্ধজয় উদযাপনে 'বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ' রয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয়। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদিও। তবে বুধবার রাশিয়া জানিয়েছে, ওই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে। সূত্রের খবর, মোদির বদলে রাশিয়ার ওই অনুষ্ঠানে ভারতের তরফে থাকতে পারেন কোনও কূটনৈতিক প্রতিনিধি।

রয়টার্স সূত্রে খবর, বুধবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ জানিয়েছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার 'ভিক্টি ডে সেলিব্রেশনে' যোগ দিচ্ছেন না। আগামী ৯ মে তাঁর মস্কোয় আসার কথা ছিল।

e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ-01(e)/2024-25 (3rd Call)

SFDC Ltd. Invites a Quotation the work "Supply of 06 (six) nos. Paddle Boats along with security gear to promote eco-tourism and awareness about pisciculture activities at Nalban Food Park, Salt Lake - 700091". Last date of (online) bid submission on **13/05/2025 up to 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **15/05/2025 at 3.00 p.m.** For details, please visit our **website -www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

An e Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer, Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide 1.NIQ No. 112/PWD(BMC), Dated: 26.04.2025, e-TENDER ID: 2025_MAD_839393_1. Last date of Bid submission: 15.05.2025, 2. NIQ No. 113/PWD(BMC), Dated: 26.04.2025, e-TENDER ID: 2025_MAD_839414_1. Last date of Bid submission: 08.05.2025. Details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation. Please visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

NIT No. SFDC/MD/NIT-01 (e)/2025-26

SFDC Ltd. Invites bid for the work 'Operation & Maintenance of Dry Dock at Deshapran Fishing Harbour, Deshapran Block, Petuaghat, Purba Medinipur'. Last date of (online) bid submision on **14/05/2025 upto 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **16/05/2025 at 3.00 p.m.** For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/19/25-26 Dated 17.04.2025	Cycle Stand shed at Garia Baroda Prasad Uchcha Vidyalaya under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,99,068.00

Bid Submission end date is being extended from **29.04.2025 at 11-00 hrs to 03.05.2025 at 17-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ [ডিইএন/৪/হাওড়া]। **ই-টেন্ডার নং ঃ ১২_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ রামপুরহাট-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ পাকুড়-এর সেকশনে পাকুড় কোয়ারি লাইন থেকে প্রাপ্ত কোয়ারি সামগ্রী/ডাস্ট পরিষ্কারণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৭,৪৩,৯৬৫.৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-53/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
eastern railwayheadquarter

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 225/KP-II/E-TENDER/15th FC TIED/ 2025, 226/KP-II/E-TENDER/15th FC TIED/2025 & 227/KP-II/E-TENDER/ 15th FC UNTIED/2025, Date : 30.04.2025.** Date of Publish of Tender: **30.04.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **08.05.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **13.05.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/34/25-26 Dated 30.04.2025	Construction of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=600mm(NP3)] at Rabindranagar road to Gamkal goli near h/o. Justice Manojit Mandal of Length - 140 m at Santikunja in Ward no. 02 under Rajpur Soanrpur Municipality..	Rs. 14,35,839.00
WBMAD/ULB/ RSM/35/25-26 Dated 30.04.2025	Upgradation of Existing Surface Drain With Section Modification And Slab Covering At Deodar Place Under Ward-27 Of Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs. 44,98,067.00

Bid Submission end date: **17.05.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 93/2024-25 & Memo No.: 2057, Date: 30.04.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **08.05.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)

e-Tender Notice

e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **15TH FC Tied & Untied Fund** vide **NIT No- 02/MERI-II/ KUL/2025, 03/MERI-II/KUL/2025 & 04/MERI-II/KUL/2025, Date- 29/ 04/2025.** Bid Submission Closing Date (Online): **06.05.2025 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **09.05.2025 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

QUOTATION

"Sealed quotations are invited from local parties for hiring of one (01) Non AC Maxi Cab on monthly rental basis, by the Circle Officer, Commercial Taxes, Berhampore Circle, 14/3, Bimal Sinha Road, Netaji Market Complex (1st floor), Berhampore, Murshidabad, 742101, from the owners of the vehicle for the period 16.05.2025 to 31.03.2026. Last date of submission of quotation on 15/05/2025 at 3 p.m. Visit office for more information"

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909, 033 25634457

Tender Notice No. PM/Acct/IT/2025-2026/02
Tender ID. - 2025_MAD_840560_1
Bid Submission Start Date- 30th April-2025 10:10 AM.
Bid Submission End Date- 8th-May-2025 11:00 AM.

Online Notice Inviting Tender for assignment for preparation of Annual Financial Statement along with Bank Reconciliation Statement for the Financial Year 2023-2024 and 2024-2025 in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati.
For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**

Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৫৭-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এমন অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারী সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৫৭-২০২৪। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে নিউ অন্ডাল ডিএফসিসি চেনেজ ১৮৯.৯৯২ (অন্ডাল-কিমি-১৮৯.৬৫) থেকে কালীপাহাড়ী ডিএফসিসি চেনেজ ২০৫.৭৭৮ (কালীপাহাড়ী-কিমি ২০৫ ব্যতিরেকে) পর্যন্ত মাল্টিট্র্যাকিং ডিএফসিসিআইএল কাজ সম্পর্কিত ২×২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার, অ্যালুমিনিয়াম ফিডার ওয়্যার, এইসি আর্থিং ও বিইসি আর্থিং-এর ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৫,৫৬,০১,৪৭০। **বায়নামূল্য ঃ** ১৯,২৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৫ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত "টেন্ডার নথির মূল্য" ও "বায়নামূল্য" বাবদ অনলাইনে অর্থপ্রদানের পরে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে ও সেখানে বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত সকল নথি সহ ও সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই ও কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার নথি, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী, যদি থাকে এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১-এর নোটিশবোর্ডেও এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-05/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121

The undersigned is hereby published the e-Tender vide No. **3/PGP/15th FC/2025-26 (Tender ID: 2025_ZPHD_840903_1 TO 9)** for Construction of 8 nos.of CC Road & 1 no of Protection wall Bid submission start date (online) **01/05/2025 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **08/05/2025 upto 3-50 p.m.** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Po: Gangasagar Ps: Gangasagar Coastal, Dist- S24 Pgs.
ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 1 no Renovation of gp building, 1 no. bp road & 1 no. SLWM maintance under Gangasagar GP (vide NIT NO.21,22 & 23). The Estimated Cost of each scheme including GST & L. Cess is **Rs 349483.00, 248866.00 & 277399.00.** The last bid submission date is **03/05/2025 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Garam Panchayat

Khakurdaha GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT

On behalf of Khakurdaha Gram Panchayat of Joynagar-1 Block under south 24 Parganas dist. invites bids for Construction of CC Road NIT No 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32/XVFC- UNTIED/NIT/KKDGP/ 2025RS@14294, 146142, 154138, 160249,153863, 217506, 165375. Respectively. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/XVFC-TIED/ NIT/KKDGP/2025 Tube well submercible & drain @Rs-Estimated Cost 226910, 230788, 291602, 257466, 257466, 292835, 292835. Respectively. The excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 30th APR. 2025 to 10:00 AM of 12th May 2025.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan,
Khakurdaha Gram Panchayat

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpurhat, Howrah

Notice Inviting e-Tender

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-16/NIT-01/2025-26, ii) WB/ HOW/BJPS/JGP-17/NIT-02/2025-26, iii) WB/HOW/BJPS/JGP-18/ NIT-03/2025-26, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-19/NIT-04/2025-26, dated 29.04.2025, Sl- 1. Fund: 15TH FC (TIED, UNTIED), OWN FUND.** Bid submission start date : **30.04.2025 at 11.00 AM.** Last date of Bid submission : **06.05.2025 up to 2.00 PM.** Date of opening: **08.05.2025 at 4.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

Santipur Municipality invite 11 nos online e-tender for **1) Tender ID: 2025_ MAD_840612_2**:- Construction of CC Road Kha Para bye lane Kashinath Biswas to Haradhan Pramanick, Mahandra Dutta Bye Lane From house of Sadhan Das to house of Durga Ghosh And Modan Ghosh to Soumitra Dutta Ward no 06 Under 15th FC in Santipur Municipality. **2) Tender ID: 2025_ MAD_840612_1**:- Construction of CC Road Smriti Nagar bye Lane From house of Khokan Basak to house of Mrinal Dutta Ward no 05,Under 15th FC in Santipur Municipality. **3) Tender ID: 2025_MAD_840586_1**:- Renovation of Electric furnace II including Supply, fitting and Fixing of pollution control Unit and allied works in Santipur Municipality under 15th FC untied Fund. **4) Tender ID: 2025_MAD_840577_2**:- Construction of Concrete Road in different places of Santipur Municipality Ward 23 ,21, 1 and 7 under development of Municipal Areas Scheme. **5) Tender ID: 2025_MAD_840577_1**: Construction of Concrete Road in different places of Santipur Municipality Ward 22 and 15 under development of Municipal Areas Scheme. **6) Tender ID: 2025_ MAD_840539_1**: Repairing and Renovation of Bituminous Road K C Das Road Starting from Sutragarh Saravujabazar more to Netaji more Ward 10, 19 18 and 11 under Santipur Municipality under development of Municipal Areas Scheme. **7) Tender ID: 2025_MAD_840539_2** : Repairing and Renovation of Bituminous Roadin different places in Santipur Municipality Ward no 12 and 15 under under development of Municipal Areas Scheme. **8) Tender ID: 2025_MAD_840539_3**: Repairing and Renovation of Bituminous Road in different places in Santipur Municipality Ward no 21 and 23 under under development of Municipal Areas Scheme. **9) Tender ID: 2025_ MAD_840539_4**: Repairing and Renovation of Bituminous Roadin different places in Santipur Municipality Ward no. 17 and 18 under under development of Municipal Areas Scheme **10) Tender ID: 2025_MAD_840539_5**: Repairing and Renovation of Bituminous Roadin different places in Santipur Municipality, Ward no 7 ,10, 21 and 22 under development of Municipal Areas Scheme.**11) Tender ID: 2025_MAD_840539_6**: Repairing and Renovation of Bituminous Roadin different places in Santipur Municipality,Ward no 17, 22 and 24 under under development of Municipal Areas Scheme. Last date of BID submission for Sl no 1 and 2 is on 08.05.2025 upto 10:00 a.m. and Last date of BID submission for Sl no 3 and 11 is on 17.05.2025 upto 10:00 a.m. Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http:// www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Chairman, Santipur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ১ মে ২০২৫ • পেজ ৮

মে দিবসে আমাদের প্রত্যাশা সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য খাদ্য, সকলের সমানভাবে বাঁচার অধিকার। এই পৃথিবী হয়ে উঠুক সুন্দর। ভালোবাসা জয় করুক সব প্রতিবন্ধকতা। মানবতার হোক জয়।

আজ মে দিবস

সিদ্ধার্থ সিংহ

আগে শ্রমিকদের প্রতিদিন কাজ করতে হতো একটানা ১২ ঘণ্টা। তারই প্রতিবাদে ১৮৮২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিভিন্ন কলকারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক তাঁদের অধিকার নিশ্চিতের দাবিতে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম সমাবেশের মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, তাতেই সাড়া দিয়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে।

তাদের ব্যাপক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ৩ মে। তাদের আন্দোলন যাতে আর বেশি দূর ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং আরও বেশি শ্রমিক যাতে সেখানে জড়ো হতে না পারে সে জন্য পুরো জমায়েতটাকে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ।

ঠিক তখনই জমায়েত থেকে কোনও এক আন্দোলনকারী, কারও কারও মতে, ওই ভিড়ে মিশে থাকা মালিকপক্ষের ভাড়া করা কোনও এক দুষ্কৃতী পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। আহত হয় এক পুলিশ। তখনই পুলিশ প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে শ্রমিকদের ওপরে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো জায়গাটা হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। প্রাণ হারান ৬ জন শ্রমিক।

এর ফলে পর দিন, মানে ৪ মে বিভিন্ন জায়গা থেকে হে মার্কেটে হাজার হাজার শ্রমিক এসে জড়ো হতে শুরু করেন। স্লোগান ওঠে — আট ঘণ্টার শ্রম, আট ঘণ্টার ঘুম এবং আট ঘণ্টার বিনোদন।

সেই প্রতিবাদ সভায় আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে কারখানার মালিকদের ভাড়া করা গুন্ডারা বোমা ছোড়ে এবং তাতে আরও ৪ জন শ্রমিক মারা যান।

সেই সঙ্গে আহত হন জমায়েতে আসা বহু লোক। আহত হয় বেশ কিছু পুলিশও।

গ্রেফতার হন অগণিত আন্দোলনকারী। পরে গ্রেফতার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ধর্মঘট সংঘটিত করার দায়ে অগাস্ট স্পাইস নামে এক শ্রমিক নেতা-সহ মোট ৬ জনের ফাঁসি হয়। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় আত্মহনন করেন এক শ্রমিক নেতা।

এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পর, ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ১ মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লেভিন এবং তার পরের বছর থেকেই সারা বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি পালিত হচ্ছে।

এখন দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নির্ধারিত সময় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্বীকৃত। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা-সহ ছোট-বড় সমস্ত দেশেই পালিত হয় 'মহান মে দিবস'।

মে দিবসের অর্থ — শ্রমজীবী মানুষের উৎসবের দিন, জাগরণের গান, শোষণ-মুক্তির অঙ্গীকার, ধনকুবেরের-ত্রাস আর সংগ্রাম ঐক্য ও গভীর প্রেরণায় দিন বদলের দৃপ্ত শপথ নেওয়ার দিন।

এই পয়লা মে দিনটিকে মর্যাদা দিতে ভারত-বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং এ দিনটি তাদের কাছে জাতীয় ছুটির দিন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করার জন্য সমস্ত সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এই সম্মেলনেই বিশ্ব জুড়ে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করার দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। বহু দিন আগে থেকেই সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য এই মে দিবসটিকেই মুখ্য দিন হিসাবে বেছে নিয়েছে।

কোনও কোনও জায়গায় শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে এ দিন আগুনও জ্বালানো হয়।

পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চিন, কিউবা-সহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস হল একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সে সব দেশে এ দিন সামরিক কুচকাওয়াজেরও আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে।

আমেরিকা ও কানাডায় অবশ্য মে মাসে নয়, সেপ্টেম্বর মাসে*শ্রম দিবস পালিত হয়। ১৮৯৪ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জন স্পারও ডেভিড থমসন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারটিকে কানাডায়*সরকারি শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

কানাডার এই দিনটিকেই আমেরিকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমের নাইটও শ্রম দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। হে মার্কেটের হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন, পয়লা মে তারিখে যে কোনও সমাবেশই হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে। সে জন্য ১৮৮৭ সালেই তিনি নাইটের সমর্থিত শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

আর্জেন্টিনায়*১৮৯০ সালে*প্রথম শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। এ দিনটিতে সাধারণ ছুটি থাকে এবং সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান শহরগুলোতে রাস্তায় শ্রমিকেরা শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৯৩০ সালে এ দিনটিকে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

ব্রাজিলেওল শ্রমিক দিবস সাধারণ ছুটি হিসেবে পালিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো সারা দিন ধরে আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়জন করে। এ দিন ঐতিহ্যগতভাবে অধিকাংশ পেশাদার বিভাগের ন্যূনতম বেতনকাঠামো পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১৯৬২ সাল থেকে আলজেরিয়ায় পয়লা মে জাতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দেশে পয়লা মে সবেতন ছুটির দিন।

বলিভিয়ায় পয়লা মে তারিখটিকে শ্রমিক দিবস এবং সাধারণ ছুটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় সব শ্রমিকই এই দিনটিকে ভীষণভাবে সম্মান করে।

বাংলাদেশেও মে দিবসে সরকারি ছুটি। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে।

মে দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন-সহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে। প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে মে দিবস উদ্‌ যাপন করা হয়। গত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল--- মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষ মুজিববর্ষে গড়ব দেশ।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মে দিবস এক স্মরণীয় অধ্যায়। মে দিবস আজ হাজার হাজার শ্রমিকের পায়ে চলা মিছিলের কথা, আপসহীন সংগ্রামের কথা বলে। মে দিবস হল দুনিয়ার শ্রমিকদের এক হওয়ার ব্রত। আন্তর্জাতিক সংগ্রাম আর সৌভ্রাতৃত্বের দিন। প্রকৃতপক্ষে, মে দিবস বলতে বোঝায় শ্রমিকদের কাজের সময় হাস ও তাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনমুখর একটি ঐতিহাসিক দিন।

এই দিনটিকে মে দিবস ছাড়াও বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক হত্যা দিবস, লেবার ডে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার ডে। মেহনতি জনতার আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংগামের স্মৃতিস্মারক দিবস।

তবে সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা হল, ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উৎপত্তি হলেও আমেরিকায় কিন্তু শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার।

মে দিবস: শ্রমিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা

রথীন কুমার চন্দ

নিরীহ, নিপাট, ভেতো আর ঘরমুখো বাঙালীর 'মে দিবসের' মোদ্দা কথা স্রেফ সাদামাটা ছুটির দিন।মে দিবসে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ভাবনা চিন্তা মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে আন্দোলনের লাল উদ্দীপনা আজ অস্তমিত সূর্যের মত ফিকে হতে শুরু করেছে, আর শ্রমিক দরদী বা শ্রেণী সংগ্রামের আন্দোলন তলানিতে এসে ঠেকেছে।

অতীত সতত সুখের, কিন্তু মে দিবসের প্রাক্কালে স্মৃতি রোমন্থন করলে ফিরে দেখা শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গিপানায় শুধু বিষাদের রাজনীতি বুক ভরে আসে। কলকারখানার ভোঁ বন্ধ করার পক্ষে জঙ্গি আন্দোলনের গুঁতো যথেষ্ট ছিল।

স্ট্যান্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যালস থেকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আজ সেই আন্দোলনের জীবাশ্ম। গর্ব করার মত গঙ্গা নদী তীরবর্তী কলকারখানা আজ ভগ্নদশা। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, জেসপ আজ এই আন্দোলনের গুঁতো আর ঠ্যালা সামলাতে গিয়ে মুমূর্ষু। ডানলপ আজ গর্বের খাতা থেকে নাম মুছে ফেলেছে।

এই জঙ্গি আন্দোলন আজ শ্রমিকদের অন্নসংস্থান না করে আত্মহত্যা ও সমাজ সংসার থেকে বিলুপ্তির রাস্তা দেখিয়েছে। মালিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন জরুরী কিন্তু শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। আজ আন্দোলনের নামে যে সমস্ত চা বাগান, জেসপ ও ডানলপের মত প্রতিষ্ঠানে লাল বাতি উঠেছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দিন গুজরান কি দুর্বিষহ হয়েছে জীবনযাপন সেই ফলাফল থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আজ এই আন্দোলন কোন পথ দেখাচ্ছে, নাকি আয়ের বিকল্প রাস্তা বাতলে দিতে পারছে। তৎকালীন কর্মনাশা আন্দোলনের ফলাফলে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ফেরা ডানলপের শ্রমিক পরিবারগুলি। আজ তার প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে অনিশ্চয়তার সাংসারিক জোয়ালে সবচ্ছলতা আনার।

এই সেদিনও তারা বিনয়ের সঙ্গে আবেদন জানিয়েছিল তাদের প্রস্তুত করা ধুপকাথি, ফিনাইল ইত্যাদি নেওয়ার জন্য।সাহাজ্যারথে তাদের বিমুখ করতে পারিনি। প্রশ্ন তখনই জেগেছিল জঙ্গী আন্দোলনের দরদীয়ারা আজ কোথায়, ডানলপ ও তাদের শ্রমিকদের হতদশার জবাবদিহি কে করবে।

বিজ্ঞান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কস ও এঙ্গেলের মার্কসীয় তত্ত্ব জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে মতদান করে। ফিরে দেখা পটভূমিকায় বাম সরকার এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায় জমানার ভ্রান্ত কংগ্রেসী নীতির অবসান ঘটিয়ে। সেই সন্ধিক্ষণে বাম শাসন জাঁকিয়ে বসতে গিয়ে বামপন্থী গণ সংগঠনগুলোকে চাঙ্গা করতে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, পরিণতি লাগামছাড়া।পাশাপাশি জনগণের আস্থাভাজন ও নয়নের মণি হয়ে উঠতে শ্রমিক সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগানোর ইস্যু হাতছাড়া করতে চায়নি দল ও সরকার, বিশেষত পূর্বতন কংগ্রেসি সরকার শ্রমিক সংগঠনকে আন্দোলনের মুখ হিসাবে তুলে আনতে ব্যারথ হয়েছিল।

৩৪ বছরের শাসনকালের অবসানে বামপন্থী জঙ্গি আন্দোলনের নীট ফল শূন্য। মালিক তার ভাড়ার পরিপূর্ণ করে পাতাতাড়ি গুটিয়েছে, পথে বসেছে শ্রমিককুল, যারা আজ প্রতিনিয়ত বাড়ির দরজায় নতুবা ট্রেনের কামরায় কড়া নেড়ে যায় আমাদের মনের দুয়ারে।

বেহাল দশা আজ সমস্ত স্তরের মেহনতি বা শ্রমিকদের মধ্যে। অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা আত্মহত্যার খবরের কেন্দ্রবিন্দুতে আজ শ্রমিক সমাজ ও তাদের পরিবার। এই পরিণতির জন্যই, বিপ্লবী জঙ্গি আন্দোলন।

কৃষি, শ্রমিক থেকে কলকারখানা সমস্ত স্তরে পঙ্গুত্ব বা অপূর্ণতার ছবি সুস্পষ্ট। আজো কৃষক ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। স্থায়ী থেকে পরিযায়ী শ্রমিক কেউ সুস্থ ভাবে জীবনযাপনে অপারাগ। সাড়ে ১০ লাখ শ্রমিক বাংলায় ফিরে এসেছে সমস্ত কাজ বাইরের রাজ্যে খুইয়ে এই করোনার লকডাউনের গেড়োয়। সুনিদিস্ট কোন পরিকল্পনা ছাড়াই গণতন্ত্র চলেছে, চলবে। বাড়ি ফিরতে প্রাণ হাতে নিয়ে কেউ গন্তব্যে পৌছতে পেরেছে, কেউ প্রাণ দিতে হয়েছে রেলের ট্র্যাকে নয়ত হাইওয়েতে। গণতন্ত্র দেখেছে ক্লান্ত শিশু সুটকেসের উপর নিদ্রারত, মা সেই সুটকেস টেনে নিয়ে চলেছে হাইওয়ের উপর দিয়ে গন্তব্যে পৌছতে। এখনো কারখানাগুলোতে লকআউট, ক্লোসারের নোটিস ঝোলে শ্রমিকদের অজান্তে। বহু কারখানা এখনো বন্ধ পরে মালিকদের অনীহা নয়ত শ্রমিক অসন্তোষের দোহাই নিয়ে। গঙ্গার পূর্ব পাড়ে চট কল গুলো আজ ইতিহাসের সাক্ষ বহন করছে। ডানলপ আজ নিস্তেজ, নির্জীব। ঝরা পাতার মতন কারখানাগুলো টিম টিম করে চলছে প্রাণভোমরা, কোন দিন লাল আলো জ্বলবে কারখানাতে কেউ জানে না।

বেকারত্ব আজ কহতব্য নয়। ৪ লক্ষ বেকার পর্যটন শিল্পে, ২৫ শতাংশ কর্মহীন তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে, এই লক ডাউনে। খাদ্য সঙ্কট ভারতে আজ তীব্রতর। পি,এইচ,ডি করা প্রার্থী ডোমের জন্য আবেদন করছে।